এ যামানার এমামের পক্ষ থেকে

মহাসত্যের আহ্বান

প্রকৃত এসলামের ডাক

দাজ্জাল প্রতিরোধকারীর মৃত্যু নেই

আল্লাহর মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা

দাজ্জালের ধ্বংস অনিবার্য্য

বিশ্ববাসীকে নতুন সভ্যতার সুসংবাদ!

চলমান সঙ্কট থেকে বাঁচার একমাত্র পথ

বেসমেল্লাহের রহমানের রহিম

এ যুগের এমাম, এমামুয্যামান (The Leader of the Time)

জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর পক্ষ থেকে

প্রকৃত এসলামের ডাক

যারা দুনিয়ার কিছুমাত্র খবরও রাখেন তাদের বোলতে হবে না যে, এই পৃথিবীতে মোসলেম বোলে পরিচিত ১৬০ কোটির এই জনসংখ্যাটির কী করুণ অবস্থা। পৃথিবীর অন্য সব জাতিগুলি এই জনসংখ্যাকে পৃথিবীর সর্বত্র ও সর্বক্ষেত্রে পরাজিত কোরছে, হত্যা কোরছে, অপমানিত কোরছে, লাঞ্ছিত কোরছে, তাদের মসজিদগুলি ভেংগে চুরমার কোরে দিচ্ছে বা সেগুলিকে অফিস বা ক্লাবে পরিণত কোরছে। এই জাতির মা-বোনদের তারা ধর্ষণ কোরে হত্যা কোরছে। অথচ আমরা এক সময় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি ছিলাম। পৃথিবীর অন্যান্য সব জাতি সভয় সম্ভ্রমসহ আমাদের পানে তাকিয়ে থাকত। এই পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশী জায়গায় শাসন ক্ষমতা এই মোসলেম বোলে পরিচিত জাতির হাতে ছিল। তারা ঐ ক্ষমতাবলে ঐ বিশাল এলাকায় আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠা কোরেছিল। তখন পৃথিবীতে সামরিক শক্তিতে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সভ্যতায়, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে, Technology-তে, আর্থিক শক্তিতে এই জাতি সমস্ত পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ছিল; তাদের সামনে দাঁড়াবার, তাদের প্রতিরোধ করার মত কোন শক্তি পৃথিবীতে ছিল না। এরপর তাদের ওপর নেমে এলো আল্লাহর গযব। **কয়েক শতাব্দী আগে আল্লাহ ইউরোপের খ্রীস্টান রাষ্ট্রগুলিকে দিয়ে মোসলেম বোলে পরিচিত এই জাতিটিকে সামরিকভাবে পরাজিত কোরে তাদের গোলাম, দাস বানিয়ে দিলেন।** এই সামরিক পরাজয়ের সময় তারা লক্ষ লক্ষ মোসলেমকে ট্যাংকের তলায় পিষে, জীবন্ত কবর দিয়ে, পুড়িয়ে, গুলি কোরে, বেয়নেট, তলোয়ার দিয়ে হত্যা কোরেছে, তাদের বাড়ি-ঘর আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মোসলেম মা-বোনদের ধরে নিয়ে ইউরোপের, আফ্রিকার বেশ্যালয়ে বিক্রী কোরেছে। আল্লাহর ঐ গযব আজ পর্য্যন্ত চোলছে। বর্ত্তমানে খ্রীস্টানরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, ইউরোপের বসনিয়া-হারযেগোভিনায়, আলবেনিয়া, কসভো, চেকোশ্লাভাকিয়া, চেচনিয়ায়, ইউরোপের বাইরে ইরাকে, আফগানিস্তানে, সুদানে, ইরিত্রিয়ায়, ফিলিপাইনে, ইহুদীরা প্যালেস্টাইন, লেবাননে; হিন্দুরা ভারতের সর্বত্র, বিশেষ

কোরে কাশ্মীরে; বৌদ্ধরা আরাকানে, থাইল্যান্ডে, ভিয়েতনামে, কামপুচিয়ায়, চীনের জিংজিয়াং-এ (সিংকিয়াং) মোসলেম নামধারী এই জাতিটাকে যে যেভাবে পারে পদদলিত, পরাজিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত কোরছে। মোসলেম হিসাবে মাথা তুলতে গেলেই তাদের গ্রেফতার, কারাবদ্ধ কোরছে, পাশবিক নির্য্যাতন কোরছে, ফাঁসি দিচ্ছে। বসনিয়ায় খ্রীস্টান চেক-স্লাভরা হাজার হাজার মোসলেম গণহত্যার পর দুই লক্ষ মোসলেম মেয়েকে ধর্ষণ কোরে গর্ভবতী করে এবং ঐ গর্ভবতী মেয়েরা খ্রীস্টানদের ঔরসজাত ঐ ভ্রুণ যাতে গর্ভপাত না কোরতে পারে সেজন্য ঐ মেয়েদের তারা আটকিয়ে রাখে। পরে ঐ দুই লক্ষ মোসলেম মেয়ে খ্রীস্টানদের ঔরসজাত সন্তান জন্ম দিতে বাধ্য হয়। মানব জাতির ইতিহাসে কোন জাতি এমনভাবে অপমানিত হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে পরাজিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত জাতি হোয়েও মোসলেম নামে পরিচিত এই জাতির অপমানবোধ নেই, তারা নির্বিকারভাবে খাচ্ছে-দাচ্ছে, চাকরি কোরছে, ব্যবসা-বাণিজ্য কোরছে, যেন কিছুই হয় নাই, সব স্বাভাবিক আছে; ঐ পরাজয়, অপমান, লাঞ্ছনাই যেন তাদের জন্য স্বাভাবিক।

এই শোচনীয় পতনের কারণ কি? অনেক চিন্তাশীল লোকই অনেক রকম কারণের কথা বোলেছেন; আমাদের ঈমান দুর্বল হোয়ে গেছে, আমাদের মধ্যে ঐক্য নেই, শিক্ষা নেই ইত্যাদি নানা প্রকার কারণ তারা পেশ কোরেছেন। আমাদের হেযবুত তওহীদের এমাম এমামুয্যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী বোলেছেন - ওগুলো আসল কারণ নয়, ওগুলো ফল মাত্র। **আসল কারণ হোল মোসলেম বোলে পরিচিত জাতিটি কলেমা থেকে বিচ্যুত হোয়ে গেছে।** তিনি আল্লাহর কোরান থেকে প্রমাণ কোরেছেন যে, 'লা এলাহা এল্লাল্লাহ' এই কলেমা এসলামের আত্মা, ভিত্তি, মূলমন্ত্র। এই কলেমা ছাড়া কোন এসলাম নেই। এই কলেমা সঠিক অর্থে অন্তরে বিশ্বাস না কোরে, মুখে প্রচার না কোরে এবং এর উপর আমল না কোরে অর্থাৎ একে মানবজীবনে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম (জেহাদ) না কোরে কেউ মো'মেন বা মোসলেম হোতে পারে না। আমাদের এমাম বোলছেন, পৃথিবীময় কলেমার আজ ভুল অর্থ করা হয়। আজ সর্বত্র শেখানো হয় এবং বিশ্বাস করা হয় যে, লা এলাহা এল্লাল্লাহ অর্থ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য অর্থাৎ মা'বুদ নাই। এমাম বোলছেন, কলেমা হোচ্ছে - লা এলাহা এল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন এলাহ নেই। এলাহ অর্থ মা'বুদ নয়। এলাহ হোচ্ছেন তিনি সেই সত্তা যার আদেশ শুনতে হবে, মানতে হবে, পালন কোরতে হবে অর্থাৎ

সার্বভৌম। আর উপাস্য, মা'বুদ হোচ্ছেন তিনি সেই সত্তা যাকে উপাসনা করা হয়। দু'টো ভিন্ন অর্থ। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য, মা'বুদ নেই এই যদি কলেমার অর্থ হোয়ে থাকে তবে আরবীতে কলেমা হবে লা মা'বুদ এল্লাল্লাহ। কিন্তু আদম (আ:) থেকে শেষ রসুল মোহাম্মদ (দ:) পর্য্যন্ত কলেমা কখনও তা হয়নি। এক লাখ চব্বিশ হাজার বা দুই লাখ চব্বিশ হাজার নবী-রসুল একই কলেমা নিয়ে এসেছেন আর তা হোল - লা এলাহা এল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া আর কোন আদেশদাতা, হুকুমদাতা অর্থাৎ সার্বভৌম নেই। আমাদের এমাম বোলেছেন - আল্লাহর কোরান ভর্ত্তি লা এলাহা এল্লাল্লাহ আছে, অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই যার আদেশ মানা চোলবে, কিন্তু কোর'আনে কোথাও কলেমা হিসাবে লা মা'বুদ এল্লাল্লাহ একবার মাত্রও নেই। অবশ্য এর মানে একথা নয় যে আল্লাহ উপাস্য, মা'বুদ নন। আল্লাহ অবশ্যই একমাত্র উপাস্য, একমাত্র মা'বুদ, কিন্তু একথা এসলামের কলেমা নয়। 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই' এ কথাটি 'আল্লাহ ছাড়া কোন এলাহ নেই'- এ কথার মতোই সত্য। কিন্তু আদেশ করা হোচ্ছে বোলেই এবাদত, উপাসনা করা হয়। আদেশ না দিলে তো এবাদত করা হোত না, কাজেই আদেশ প্রথম, তার পরে হোচ্ছে এবাদত, উপাসনা। তাই এসলামের কলেমার সঠিক অর্থ হোচ্ছে শুধু আল্লাহকে এলাহ হিসাবে, একমাত্র আদেশদাতা হিসাবে বিশ্বাস করা, মেনে নেওয়া অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম ছাড়া অন্য সকল হুকুম বিধান প্রত্যাখ্যান করা, লা মাবুদ এল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই নয়। দ্বিতীয়ত, এলাহ শব্দের ভুল অর্থ করার মতো এবাদত শব্দেরও ভুল অর্থ করা হোচ্ছে। এবাদত হোচ্ছে আল্লাহর খেলাফত করা, কিন্তু ভুল কোরে নামাজ, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদিকে এবাদত বোলে মনে করা হোচ্ছে। আল্লাহ বোলছেন, যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আদেশ পালন কোরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ কোরবে (সুরা ফাতাহ ১৭, সুরা আহযাব ৭১)। আবার বোলছেন, যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আদেশ পালন কোরবে সে নবীদের সঙ্গে, শহীদদের সঙ্গে, সিদ্দিকদের সঙ্গে, সালেহীনদের সঙ্গে (অর্থাৎ জান্নাতে) থাকবে (সুরা নেসা ৬৯)। উভয় স্থানেই আদেশ পালন ছাড়া আর কোন শর্ত্ত নেই, নামায, যাকাত, হজ্ব, রোযার, বা অন্য কোন শর্ত্ত নেই শুধুমাত্র আদেশ পালন করা ছাড়া। কলেমাতে স্থান পেয়েছে শুধু আল্লাহকে এলাহ হিসাবে, একমাত্র আদেশদাতা হিসাবে বিশ্বাস করা, মেনে নেওয়া অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম ছাড়া অন্য সকল হুকুম বিধান প্রত্যাখ্যান করা এবং অস্বীকার করা।

যামানার এমাম বোলছেন, কলেমার এই ভুল অর্থের পরিণাম হোয়েছে এই যে, পৃথিবীর মোসলেম বোলে পরিচিত এই জনসংখ্যা অর্থাৎ আমরা আল্লাহকে হুকুমদাতা, আইনদাতা হিসাবে ভুলে গিয়ে তাঁকে শুধু উপাস্য, মা'বুদ বিশ্বাস কোরে আপ্রাণ তাঁর এবাদত কোরে, নামায, যাকাত, হজ্ব, রোযা কোরে আসমান যমীন ভর্ত্তি কোরে ফেলছি, কিন্তু আমাদের সমষ্টিগত জীবনে কেউ তাঁর আদেশ, হুকুম শুনি না, পালন করি না। আল্লাহর দেওয়া জীবন-ব্যবস্থা (দীন) কে বাদ দিয়ে আমরা সমষ্টিগত জীবনে ইহুদী খ্রীস্টানদের তৈরী জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ কোরে লা এলাহা এল্লাল্লাহ থেকে অর্থাৎ কলেমা থেকে বের হোয়ে কার্য্যতঃ মোশরেক ও কাফের হোয়ে গেছি। আখেরী যামানায় কি কি হবে সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীতে আল্লাহর রসুল বোলেছেন, তখন মসজিদ সমূহ পূর্ণ হবে- সেখানে যায়গা পাওয়া যাবে না, কিন্তু সেখানে হেদায়াহ থাকবে না (বায়হাকী)। হেদায়াহ'ই হোল আল্লাহকে একমাত্র এলাহ বোলে বিশ্বাস করা, মেনে নেওয়া অর্থাৎ লা এলাহা এল্লাল্লাহ, এবং এটাই তওহীদ, এটাই হেদায়াহ। মুসুল্লি দিয়ে ভর্ত্তি মসজিদগুলোতে যদি হেদায়াহ'ই না থেকে থাকে তবে সেখানে এসলামও নেই। আজ জাতীয় জীবনে, সমষ্টিগত জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে পৃথিবীর কোথাও আল্লাহর আদেশ পালন করা হোচ্ছে না, মোসলেম বোলে পরিচিত দেশগুলোতেও না। সর্বত্র মানুষের নিজেদের তৈরী এবং ইহুদী, খ্রীস্টানদের তৈরী জীবন-ব্যবস্থাকে মেনে নেয়া হোয়েছে আল্লাহর দেওয়া জীবন-ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে। এই কাজ কোরে আমরা কলেমা থেকে, এসলাম থেকে বের হোয়ে গেছি। আজ পৃথিবীর 'অতি মোসলেমরা' নামাযে, রোযায়, হজ্বে, তাহাজ্জুদে, তারাবীতে, দাড়ি, টুপি-পাগড়ীতে, পাজামায়, কোর্তায় নিখুঁত। শুধু একটিমাত্র ব্যাপারে তারা নেই, সেটা হোল তওহীদ, কলেমা--একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কাউকে সামগ্রিক জীবনের বিধানদাতা, আদেশদাতা হিসাবে মানি না। যে আংশিক অর্থাৎ ব্যক্তিগত ঈমান (যা প্রকৃতপক্ষে শেরক) তাদের মধ্যে আছে তা আল্লাহ আজও যেমন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান কোরে রেখেছেন, হাশরের দিনেও তেমনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান কোরবেন।

একেবারে কলেমা থেকে বিচ্যুতি ছাড়াও আমরা এ সত্য যামানার এমামের কাছ থেকে বুঝেছি যে, আল্লাহ তাঁর শেষ নবীর মাধ্যমে যে এসলাম পৃথিবীর মানুষের জন্য পাঠিয়েছিলেন তা নানা কারণে ক্রমে ক্রমে বিকৃত হোয়ে বর্ত্তমানে যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তাতে এই এসলাম আর সেই এসলামই নেই। আল্লাহর সেই প্রকৃত এসলাম যেটা আল্লাহ নবীর মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন যারা সেটা গ্রহণ

কোরল তাদের উপর তিনি দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে তারা কঠিন জেহাদের (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, সংগ্রাম) মাধ্যমে সেটাকে সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরবে। এবং এও তিনি সাবধান কোরে দিয়েছিলেন যে, যদি তোমরা এই সত্যদীনকে প্রতিষ্ঠার জেহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা) ত্যাগ করো তবে তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবো এবং তোমাদের অন্য জাতির দাস, গোলাম বানিয়ে দেবো (সুরা তওবা-৩৮-৩৯)।

এই জাতি ৬০/৭০ বছর আল্লাহর আদেশ মোতাবেক সংগ্রাম চালিয়ে অর্দ্ধেক পৃথিবীতে এই সত্যদীন এসলাম প্রতিষ্ঠার পর দুর্ভাগ্যক্রমে আকীদার বিকৃতির কারণে আল্লাহর সাবধানবাণী অগ্রাহ্য কোরে জেহাদ পরিত্যাগ কোরে অন্যান্য রাজা বাদশাহদের মত রাজত্ব বাদশাহী উপভোগ কোরতে আরম্ভ কোরল। আল্লাহর সাবধানবাণী কখনও মিথ্যা হোতে পারে? পারে না। তাই তিনি ইউরোপের খ্রীস্টান জাতিগুলি দিয়ে মোসলেম জাতিটিকে সামরিকভাবে পরাজিত কোরে তাদের গোলাম বানিয়ে দিলেন। **সেই গোলামী আজও চোলছে।** এই জাতি যাতে আর মাথা উঁচু কোরে দাঁড়াতে না পারে সে জন্য খ্রীস্টান মনিবরা এক শয়তানী ফন্দি আঁটলো। **তারা তাদের গোলাম মোসলেমদের প্রকৃত এসলাম থেকে বিচ্যুত কোরে তাদের পছন্দমত একটি এসলাম শিক্ষা দেবার জন্য তাদের অধিকৃত সমস্ত মোসলেম দুনিয়ায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরল। তারা অনেক গবেষণা কোরে একটি বিকৃত এসলাম তৈরী কোরল যেটা বাহ্যিকভাবে দেখতে প্রকৃত এসলামের মতই কিন্তু আসলে ভেতরে, আকীদায়, আত্মায়, চরিত্রে আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত এসলামের একেবারে বিপরীত।** ঐ এসলামে তারা এলাহ শব্দের অর্থ কোরল মা'বুদ বা উপাস্য। কারণ এলাহ শব্দের প্রকৃত অর্থ আদেশদাতা, সার্বভৌমত্বের মালিক রাখলে ইউরোপীয় শাসকদের আদেশ, হুকুম আর চলে না। আর তাদের শিক্ষা দেওয়া এসলামে জেহাদকে (আল্লাহর দীন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, সংগ্রাম) একেবারে বাদ দেয়া হোল, কারণ তাহোলে তাদের গোলামরা তো বিদ্রোহ কোরবে। প্রকৃত এসলামের আত্মা, জীবন এই দুই জিনিসকে বাদ দিয়ে বাকি এসলামটুকু অর্থাৎ নামায, যাকাত, হজ্ব, রোযা, বিবি তালাকের ফতোয়া, ওজু-গোসল, বিয়ে-শাদী, দাড়ি-টুপি, পাজামা, পাগড়ী, মেসওয়াক, কুলুখ, হায়েয-নেফাস ইত্যাদি খুব ভালোভাবে, পুংখানুপুংখভাবে শেখাবার বন্দবস্ত রাখল এবং এই বিষয়গুলিকে এসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোলে সবার উপরে স্থান দেয়া হোল। কারণ ওগুলোতে তাদের ভয়ের কারণ নেই, বরং ওগুলো নিয়ে তাদের গোলামেরা যত বেশী ব্যস্ত থাকবে তাতে মনিবদেরই লাভ, কারণ তারা ঐগুলি নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, গোলামী থেকে মুক্ত হবার দিকে খেয়াল দেবে না। এই উপমহাদেশের

খ্রীস্টান শাসক, ভাইসরয় অর্থাৎ বড়লাট লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮০ সনে তদানিন্তন রাজধানী কোলকাতায় খ্রীস্টানদের তৈরী এসলাম শিক্ষা দেয়ার জন্য আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বিকৃত এসলাম শিক্ষা দেয়ার জন্য মাদ্রাসার পরিচালনার ভার প্রথম দিকে তাদের পছন্দমত তথাকথিত মোসলেম মোল্লাদের হাতে দেয়া সত্ত্বেও যখন দেখা গেল যে তাদের পছন্দ মত কাজ হোচ্ছে না, তখন তারা মাদ্রাসা পরিচালনার ভার নিজেরা নিয়ে নিল। ১৮৫০ সনে আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষা ও পরিচালনার ভার একজন খ্রীস্টান পণ্ডিতের হাতে দেওয়া হোলো। তারপর ৭৬ বৎসর পর্য্যন্ত একাদিক্রমে ২৭ জন খ্রীস্টান পণ্ডিত (Orientalist) অধ্যক্ষপদে থেকে ঐ আত্মাহীন, প্রাণহীন এসলাম শিক্ষা দিতে থাকেন এবং ৭৬ বৎসর পর যখন তারা নিশ্চিত হয় যে ঐ 'মরা এসলাম' তারা এই জাতির মন মস্তিষ্ক, মজ্জায় ঢুকিয়ে দিতে পেরেছেন তখন তারা অধ্যক্ষ (Principal) পদটি তাদেরই মাদ্রাসায় শিক্ষিত পণ্ডিত, আলেমদের হাতে ছেড়ে দিলো [দেখুন- আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, মূল- আঃ সাত্তার, অনুবাদ- মোস্তফা হারুণ, ইসলামী ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এবং Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal by Dr. Sekander Ali Ibrahimy (Islami Foundation Bangladesh)]। ব্রিটিশরা চলে গেছে কিন্তু আজও পৃথিবীর সমস্ত মাদ্রাসাগুলিতে খ্রীস্টানদের তৈরী করা এবং তাদের শেখানো ঐ আত্মাহীন, হেদায়াহহীন, জেহাদহীন এসলামটাই শেখানো হোচ্ছে এবং আমরা ওটাকেই প্রকৃত এসলাম মনে কোরে প্রাণপণে তা পালন করার চেষ্টা কোরছি। তাই আমাদের ওপরে আল্লাহর দেয়া এই আযাব চোলছে।

এমামুয্যামান বোলছেন, আল্লাহর সর্বব্যাপী তওহীদ ও জেহাদবিহীন খ্রীস্টানদের তৈরী করা এই প্রাণহীন বিকৃত এসলামের অনুসারীরা শেরক ও কুফরে ডুবে আছে। তার এই কথায় সমাজের এক শ্রেণীর লোক তার ওপর চটে গিয়েছে। এই শ্রেণীটি হোল সেই শ্রেণী যেটা এই বিকৃত, বিপরীতমুখী এসলামের হর্ত্তাকর্ত্তা, ধারক-বাহক, ধ্বজাধারী অর্থাৎ যেটা আলেম, মোল্লা সমাজ নামে পরিচিত। এ জাতির এই তথাকথিত আলেম সমাজ এসলামের খুঁটি-নাটি মাসলা-মাসায়েল নিয়ে হাজারো ভাগে বিভক্ত। এই মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা আত্মাহীন মরা এসলাম নিয়ে এরা কখনও ঐক্যবদ্ধ হোতে পারবে না, এসলাম প্রতিষ্ঠা তো লক্ষ কোটি মাইল দূরের কথা। এরা খ্রীস্টানদের দ্বারা পরিচালিত মাদ্রাসায় খ্রীস্টানদের তৈরী করা বিকৃত, বিপরীতমুখী এসলাম জনসাধারণের মধ্যে বিক্রি কোরে জীবন ধারণ করেন। এসলাম বিক্রি করেন অর্থ সালাতের (নামায) এমামতি

কোরে, জুমার, ঈদের এমামতি কোরে, তারাবি পড়িয়ে, মিলাদ পড়িয়ে, জানাজা পড়িয়ে, ধর্মের ওয়াজ কোরে, ফতোয়া দিয়ে ও আরও নানাভাবে টাকা-পয়সা আদায় করেন। অথচ আল্লাহ বোলেছেন- "আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ কোরেছেন যারা তা গোপন রাখে ও বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে তারা নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই পুরে না। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বোলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও কোরবেন না। তাদের জন্য রোয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। তারাই সৎ পথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় কোরেছে; আগুন সহ্য কোরতে তারা কতই না ধৈর্য্যশীল" (সুরা বাকারা- ১৭৪-১৭৫)।

পরম করুণাময় আল্লাহর অশেষ রহমে তাঁর প্রকৃত এসলাম, যে এসলাম তিনি ১৪০০ বছর আগে তাঁর শেষ রসুলের মাধ্যমে মানব জাতির জন্য পাঠিয়েছিলেন সেটা আবার হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমাম, এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী বুঝতে পেরেছেন। তিনি হেযবুত তওহীদ নামে একটি আন্দোলন প্রতিষ্ঠা কোরে এর মাধ্যমে মানুষকে আহ্বান কোরছেন খ্রীস্টানদের তৈরী করা বর্ত্তমানে প্রচলিত বিকৃত, বিপরীতমুখী এসলাম ত্যাগ কোরে আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত এসলামে ফিরে যেতে। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই বিকৃত এসলাম ত্যাগ কোরে, এ থেকে হেজরত কোরে যারা হেযবুত তওহীদে যোগ দিয়ে আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত এসলামে ফিরে যাচ্ছেন তারা অর্থাৎ আমরা সৌভাগ্যবান। আল্লাহ তাঁর অশেষ দয়ায় এই অমানিশার ঘোর অন্ধকারে তার এই বান্দাকে রসুল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেই সঠিক, প্রকৃত এসলামের জ্ঞান দান কোরেছেন। আমরা পথহারা, গোমরাহ ছিলাম, আমরা খ্রীস্টানদের তৈরী করা বিকৃত, বিপরীতমুখী ধর্মটাকেই সঠিক এসলাম মনে কোরে সেটাকেই প্রাণপণে পালন কোরছিলাম, সেটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা কোরছিলাম। আজ আমরা আমাদের সাংঘাতিক ভুল বুঝতে পেরেছি। আল্লাহর এই বান্দার মাধ্যমে আজ আমরা বুঝেছি প্রকৃত এসলাম কি, এসলামের সঠিক আকীদা কি, তওহীদ কি, ঈমান কি, এবাদত কি, মো'মেন কি, মোসলেম কি, উম্মতে মোহাম্মদী কি, হেদায়াহ কি, তাকওয়া কি, সালাতের (নামায) সঠিক উদ্দেশ্য কি, দীন প্রতিষ্ঠার তরিকা, কর্মসূচি কি এবং কিভাবে তাকে প্রয়োগ কোরতে হয়। বুঝেছি কেন সংখ্যায় মাত্র পাচ লাখ উম্মতে মোহাম্মদী অশিক্ষিত, চরম দরিদ্র, অস্ত্রহীন হওয়া সত্ত্বেও ৩০ বছরের মধ্যে অর্দ্ধেক পৃথিবীর কর্ত্তৃত্ব পেয়েছিলেন, দু'টি বিশ্ব-শক্তিকে (Super Power) একটা একটা কোরে নয়, এক সাথে সামরিকভাবে পরাজিত, ছিন্ন ভিন্ন কোরে দিয়েছিলেন, কেন উম্মতে মোহাম্মদীর নাম শুনলে

শত্রুর অন্তরাত্মা ভয়ে কেঁপে উঠত এবং কেন আজ এ জাতি সংখ্যায় ১৬০ কোটি হওয়া সত্ত্বেও, এদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ফকিহ, মোহাদ্দেস, মোফাসসের, মুফতি, আলেম, লক্ষ লক্ষ পীর দরবেশ থাকা সত্ত্বেও, পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের এক বিরাট অংশের মালিক হওয়া সত্ত্বেও, অন্য সব জাতির লাথি খাচ্ছে। আমরা আরও বুঝেছি আল্লাহর রসুল ১৪০০ বছর আগে যে ভবিষ্যদ্বাণী কোরে গিয়েছেন আখেরী যামানায় দাজ্জাল আবির্ভূত হবে সেই দাজ্জাল আসলে কি? বুঝেছি যে, দাজ্জাল ইতিমধ্যেই আবির্ভূত হোয়েছে এবং বিশ্বনবীর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক সমস্ত পৃথিবী দাজ্জালের করতলগত হোয়ে গেছে এবং মোসলেম নামধারী এই জাতিসহ সমস্ত পৃথিবীর মানুষ দাজ্জালকে প্রভু বা রব স্বীকার কোরে নিয়ে দাজ্জালের পায়ে সাজদায় অবনত হোয়ে আছে।

আল্লাহ এ যামানার এমামকে প্রকৃত, সত্য এসলামের যে জ্ঞান দান কোরেছেন তার সম্পুর্ণ বিবরণ এই ছোট কাগজে দেওয়া অসম্ভব। তাই এখানে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি মৌলিক বিষয় যথা আল্লাহর দৃষ্টিতে মো'মেন ও কাফের-মোশরেক কারা সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হোল। আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষ দুই ধরণের। তিনি বোলছেন, আমি মানুষ সৃষ্টি কোরেছি, অতঃপর তাদের কেউ মো'মেন, কেউ কাফের (সুরা তাগাবুন-২) । অর্থাৎ মো'মেন না হওয়ার মানেই কাফের।

মো'মেন কে :- আল্লাহ কোর'আনে মো'মেনের সংজ্ঞা দিচ্ছেন- **"প্রকৃত মো'মেন শুধু তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে বিশ্বাস করে, তারপর (ঈমান আনার পর) আর তাতে কোন সন্দেহ করেনা, এবং তাদের জান ও সম্পত্তি দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করে"** (সুরা হুজরাত ১৫)। আল্লাহর দেয়া মো'মেনের সংজ্ঞায় দু'টি শর্ত্ত দেয়া হোল; প্রথম শর্ত্ত হোচ্ছে আল্লাহ ও রসুলের ওপর ঈমান, অর্থাৎ তওহীদ, যার অর্থ হোচ্ছে জীবনের সর্বাঙ্গনে সেটা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে, আইন-কানুন, দন্ডবিধি, অর্থনীতি যাই হোক না কেন, যে বিষয়ে আল্লাহ বা তাঁর রসুলের কোন বক্তব্য আছে, কোন আদেশ-নিষেধ আছে সে বিষয়ে আর কাউকে না মানা। দ্বিতীয় শর্ত্ত হোল ঐ তওহীদকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা। বর্ত্তমানে মোসলেম বোলে পরিচিত জাতিটিতে এ দু'টি শর্ত্তের একটিও নেই। তাহোলে প্রশ্ন হোচ্ছে- আল্লাহর দেয়া এই সংজ্ঞা মোতাবেক এই জাতি কি মো'মেন? অবশ্যই নয়। আর মো'মেন না হওয়ার অর্থ হয় মোশরেক না হয় কাফের।

কাফের কে :- আল্লাহ কোরানে কাফেরের যে সংজ্ঞা দিচ্ছেন তা হোল - আল্লাহ যে আইন, বিধান নাযেল কোরেছেন তা দিয়ে যারা হুকুম করে না অর্থাৎ শাসনকার্য্য, বিচার ফায়সালা পরিচালনা **(এখানে বিচার অর্থে আদালতের বিচার, শাসনকার্য্য সব বুঝায়, কারণ শব্দটা হুকুম)** করে না তারাই কাফের, জালেম, ফাসেক (সুরা মায়েদা- ৪৪, ৪৫, ৪৭)। এখানে আল্লাহ-রসুলের প্রতি বিশ্বাস ও কোন প্রকার এবাদত করা বা না করার শর্ত্ত রাখা হয় নি। অর্থাৎ যারা আল্লাহর কোরানে দেওয়া আইন, বিধান দিয়ে শাসনকার্য্য ও বিচার ফায়সালা সম্পাদন করে না তারা যত বড় মুসুল্লিই হন, যত বড় মুত্তাকি, আলেম, দরবেশ, পীর-মাশায়েখ হোন না কেন কার্য্যতঃ কাফের। এই আয়াতের অর্থে সমস্ত পৃথিবীর মোসলেম বোলে পরিচিত এই জনসংখ্যা কার্য্যতঃ কাফের, যালেম এবং ফাসেক।

মোশরেক কে :- সুরা বাকারার ৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ বোলেছেন- **"তবে কি তোমরা কেতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখান করো? সুতরাং তোমাদের যারা এরূপ করে তাহাদের প্রতিফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা, অপমান এবং কেয়ামতের দিন কঠিনতম শাস্তি।"** এখানে আল্লাহ পার্থিব জীবনেই যে শাস্তির কথা বোলছেন, আজ মোসলেম বোলে পরিচিত এই জাতির অবস্থা কি ঠিক তাই নয়? আল্লাহর দেওয়া বিধান হোল আল কোর'আন। এই কোর'আনের কিছু মানা, কিছু না মানাই হোল শেরক। এ ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা হোচ্ছে- "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না; এটা ছাড়া সব কিছু তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন" (সুরা নেসা ৪৮, ১১৬)। আল্লাহর দেওয়া বিধান কোর'আন থেকে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত এই কয়েকটি বিধান এ জাতি ব্যক্তিগতভাবে পালন করে, তাও বিকৃতরূপে কিন্তু জাতীয় ও সমষ্টিগত জীবনে আল্লাহর দেওয়া বিধান যেমন অর্থনীতি, রাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদি বাদ দিয়ে মানুষের এবং খ্রীস্টান ও ইহুদীদের তৈরী বিধান মেনে চোলছে। সুতরাং এই জাতি আল্লাহর কোর'আনের কিছু অংশ মানা আর কিছু অংশ না মানার কারণে কার্য্যতঃ মোশরেক হোয়ে আছে। **সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় এ জাতি কার্য্যতঃ কাফের, মোশরেক।** এর পরেও যারা এ ব্যাপারে একমত হবেন না তাদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রশ্ন।

প্রথম প্রশ্ন :- আল্লাহ ওয়াদা কোরেছেন- তোমরা যদি মো'মেন হও তবে পৃথিবীর কর্তৃত্ব তোমাদের হাতে দেবো যেমন তোমাদের পূর্ববর্ত্তীদেরকে দিয়েছিলাম (সুরা নুর ৫৫)। তাঁর ওয়াদা যে সত্য তার প্রমাণ নিরক্ষর, চরম দরিদ্র, সংখ্যায় মাত্র পাঁচ লাখের উম্মতে মোহাম্মদীর হাতে তিনি বিশ্বের কর্তৃত্ব তুলে দিয়েছিলেন। প্রশ্ন হোচ্ছে, আল্লাহর ওয়াদা মোতাবেক এই জাতির হাতে আজ পৃথিবীর কর্তৃত্ব আছে? নেই। পৃথিবীর কর্তৃত্ব গত কয়েক শতাব্দী ধরেই ইহুদী-খ্রীস্টানদের হাতে আছে। কর্তৃত্বের কথা দূরে থাক, এ জাতি আজ ফুটবলের মত অন্যান্য সব জাতির লাথি খাচ্ছে। তাহোলে এই জাতি মো'মেন বা ঈমানদার হোলে আল্লাহ মিথ্যা ওয়াদা কোরেছেন (নাউযুবিল্লাহ), আর আল্লাহ যদি মিথ্যা না বোলে থাকেন তবে এই জাতি তার সমস্ত নামায, যাকাত, হজ্ব রোযা সব সুদ্ধ বেঈমান অর্থাৎ কাফের, মোশরেক।

দ্বিতীয় প্রশ্ন :- আল্লাহ বোলেছেন - তিনি মো'মেনদের ওয়ালী (বাকারা ২৫৭)। ওয়ালী অর্থ- অভিভাবক, বন্ধু, রক্ষক ইত্যাদি। আল্লাহ যাদের ওয়ালী তারা কোনদিন শত্রুর কাছে পরাজিত হোতে পারে? তারা কোনদিন পৃথিবীর সর্বত্র অন্য সমস্ত জাতির কাছে লাঞ্ছিত, অপমানিত হোতে পারে? তাদের মা-বোনরা শত্রুদের দ্বারা ধর্ষিতা হোতে পারে? অবশ্যই, অবশ্যই নয়। তাহোলে কী প্রমাণ হয়? অবশ্যই প্রমাণ হয় যে তিনি এ জাতির ওয়ালী নন। অর্থাৎ এ জাতি মো'মেন নয় এবং মো'মেন নয় মানেই কাফের, মোশরেক।

এখন এ জাতির সামনে একটি মাত্র পথ খোলা আছে, তা হোল এ যামানার এমাম (The Leader of the Time) জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর এই ডাক গ্রহণ কোরে বর্ত্তমানের প্রচলিত বিকৃত ও বিপরীতমুখী এসলাম ত্যাগ কোরে প্রকৃত এসলাম গ্রহণ কোরতে হবে। কলেমার সাক্ষ্য দিয়ে পুনরায় তওহীদের চুক্তিতে আবদ্ধ হোতে হবে অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে হুকুমদাতা, আইনদাতা অর্থাৎ সার্বভৌম হিসাবে অস্বীকার কোরতে হবে এবং এই তওহীদকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জেহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, সংগ্রাম) কোরতে হবে।

এই মহাসত্য বোঝার পর আমাদের ঈমানী দায়িত্ব হোয়ে পড়েছে মোসলেম নামধারী এই জাতিটাকে (যেটাকে জাতি না বোলে একটা বিভ্রান্ত, শতধা বিচ্ছিন্ন, বিশৃংখল জনসংখ্যা বলাই সঠিক হয়) আবার আল্লাহর দেয়া সঠিক দীনে ফিরে আসার ডাক দেয়া। যামানার এমামের পক্ষ থেকে আমরা

সেই ডাকই দিচ্ছি। আপনি এই ডাক, এই আহ্বান আজ পেয়ে গেলেন। এর আগে আপনি বিচারের দিনে আল্লাহকে বোলতে পারতেন - 'হে আল্লাহ! আমি তোমার সত্যদীন, সেই সত্যদীনের সঠিক রূপ জানতাম না; যে দীন আমার পূর্ব-পুরুষরা পালন কোরে আসছিলেন, আমিও গতানুগতিকভাবে তাই নিষ্ঠার সাথে পালন কোরেছি।' আপনার ঐ কৈফিয়ৎ আর গ্রহণ করা হবে না, কারণ আজ আপনি প্রকৃত তওহীদের এবং সঠিক এসলামের আহ্বান পেয়ে গেলেন। এই ছোট্ট কাগজে বর্ত্তমান এসলামের সম্পুর্ণ বিকৃতি ও প্রকৃত এসলামের সম্পূর্ণ স্বরূপ তুলে ধরা সম্ভব নয়। যদি মো'মেন, মোসলেম, উম্মতে মোহাম্মদী হিসাবে আপনার সামান্যতম অনুভূতিও থেকে থাকে, যদি জাতি হিসাবে পৃথিবীর অন্য সব জাতি দিয়ে অপমানিত হবার অপমানবোধ থেকে থাকে, তবে পূনরায় সারা পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হেযবুত তওহীদ আন্দোলনে আমাদের সঙ্গে শরীক হোন, যামানার এমামের আহ্বানে সাড়া দিন।

কোরানে আল্লাহ বোলেছেন - যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ কোরেছেন তা তোমরা অনুসরণ করো', তারা বলে, 'না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যাতে পেয়েছি তার অনুসরণ কোরব।' তাদের পিতৃপুরুষগণ যদিও বুঝতো না এবং তারা সঠিক পথেও পরিচালিত ছিল না তথাপিও? (সুরা বাকারা ১৭০, সুরা লোকমান ২১) যাদের সম্পর্কে আল্লাহ এই আয়াত নাযেল করেছেন আমরা যেন সেরূপ না হই।

এ যামানার এমাম, এমামুয্যামান (The Leader of the Time)

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী দাজ্জাল চিহ্নিত কোরেছেন -

দাজ্জাল প্রতিরোধকারীর মৃত্যু নেই

বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দ:) বোলেছেন, আখেরী যামানায় বিরাট বাহনে চোড়ে এক চক্ষুবিশিষ্ট মহাশক্তিধর এক দানব পৃথিবীতে আবির্ভূত হবে; তার নাম দাজ্জাল। সে আল্লাহর বদলে নিজেকে মানবজাতির প্রভু (রব) বোলে দাবী কোরবে (বোখারী)। দাজ্জালের সঙ্গে জান্নাত ও জাহান্নামের মত দুইটি জিনিস থাকবে। সে যেটাকে জান্নাত বোলবে সেটা আসলে হবে জাহান্নাম, আর যেটাকে জাহান্নাম বোলবে সেটা আসলে হবে জান্নাত। যারা তাকে প্রভু বোলে মেনে নেবে তাদেরকে সে তার জান্নাতে স্থান দেবে। (বোখারী, মোসলেম)। তার কাছে রেযেকের বিশাল ভাণ্ডার থাকবে। যারা তাকে রব বোলে মেনে নেবে তাদেরকে সে সেখান থেকে দান কোরবে। আর যারা তাকে রব বোলে অস্বীকার কোরবে, অর্থাৎ তার আদেশমত চোলবে না, তাদের সে তার ভাণ্ডার থেকে দান তো কোরবেই না বরং তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা (Sanction) ও অবরোধ (Embargo) আরোপ কোরবে। তার পদতলে সমগ্র মোসলেম বিশ্বের করুণ পরিণতি নেমে আসবে (বোখারী, মোসলেম)। মহানবী এই দাজ্জালের আবির্ভাবকে আদম (আঃ) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য সবচেয়ে গুরুতর ও সাংঘাতিক ঘটনা বোলে চিহ্নিত কোরেছেন (মোসলেম), শুধু তা-ই নয়, এর মহাবিপদ থেকে তিনি নিজে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন (বোখারী)।

“বিশ্বনবী বর্ণিত সেই ভয়ঙ্কর একচোখা দানব ‘দাজ্জাল’ এসে গেছে!”

আল্লাহর অশেষ করুণায় হেযবুত তওহীদের এমাম, এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী সেই দাজ্জালকে চিহ্নিত কোরেছেন। তিনি প্রমাণ কোরেছেন যে, **পাশ্চাত্য বস্তুবাদী ইহুদী খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাই হোচ্ছে বিশ্বনবী বর্ণিত সেই দাজ্জাল, যে দানব ৪৭৫ বছর আগেই জন্ম নিয়ে তার শৈশব, কৈশোর পার হোয়ে বর্ত্তমানে যৌবনে উপনীত হোয়েছে** এবং দোর্দণ্ড প্রতাপে সারা পৃথিবীকে পদদলিত কোরে চোলেছে; আজ মোসলেমসহ সমস্ত পৃথিবী অর্থাৎ মানবজাতি তাকে প্রভু বোলে মেনে নিয়ে তার পায়ে সাজদায় পোড়ে আছে।

দাজ্জাল শব্দের অর্থ চাকচিক্যময় প্রতারক, যেটা বাইরে থেকে দেখতে খুব সুন্দর কিন্তু ভেতরে কুৎসিত, যেমন মাকাল ফল। পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতা বাইরে থেকে দেখতে চাকচিক্যময়, এর প্রযুক্তিগত সাফল্য মানুষকে মুগ্ধ করে, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, কিন্তু এর প্রভাবাধীন পৃথিবী অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, যুদ্ধ, ক্ষুধা, রক্তপাত, ক্রন্দন, অশ্রুতে ভরপুর। বিগত শতাব্দীতে এই 'সভ্যতা' দুইটি বিশ্বযুদ্ধ ঘোটিয়ে চৌদ্দ কোটি আদম সন্তান হতাহত কোরেছে এবং তারপর থেকে বিভিন্ন যুদ্ধে আরও দুই কোটি মানুষ হত্যা কোরেছে। আহত বিকলাঙ্গের সংখ্যা ঐ মোট সংখ্যার বহুগুণ। আর এ নতুন শতাব্দীতে শুধু এক ইরাকেই হত্যা কোরেছে দশ লক্ষাধিক মানুষ। তাই এর নাম দাজ্জাল, চাকচিক্যময় প্রতারক। ইহুদী-খ্রীস্টান 'সভ্যতা' প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে যে সে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে হটিয়ে দিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে নিজের অর্থাৎ মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা কোরবে। এবং মানবজাতি ইতোমধ্যেই তার সার্বভৌমত্বকে মেনে নিয়েছে। মানবরচিত সমস্ত তন্ত্র-মন্ত্র ও বাদ-ই মানুষের জীবনব্যবস্থার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রণালী-এ কথা দাজ্জালের পত্র-পত্রিকায়, রেডিও-টেলিভিশনে, আলোচনা-বক্তৃতায় এবং শিক্ষাব্যবস্থায় অবিশ্রান্তভাবে প্রচারের ফলে প্রায় সমস্ত মানবজাতি এ মিথ্যাকে, এ কুফরকে সত্য বোলে গ্রহণ কোরেছে। মোসলেম বোলে পরিচিত এ জাতিটিও দাজ্জালের তৈরী জীবনব্যবস্থাকে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান এবং সুখ-শান্তি-নিরাপত্তার উৎস মনে কোরছে। এভাবেই তারা দাজ্জালকে তাদের প্রভু (রব) বোলে মেনে নিয়েছে। কিন্তু শান্তি কি মিলেছে? মোসলেম নামধারী জাতি দাজ্জালকে না চিনে তার তৈরী জীবনব্যবস্থাকে গ্রহণ কোরে, দাজ্জালের তৈরী জাহান্নামে পতিত হোয়ে সীমাহীন অশান্তিতে জীবন কাটাচ্ছে।

দাজ্জাল সম্পর্কে আল্লাহর রসুলের হাদীসগুলি থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে দাজ্জাল কোন দৃশ্যমান বা শরীরী (Physical) দানব নয়, তখনকার দিনের মানুষদেরকে বর্ত্তমান সভ্যতার শক্তি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য একটি রূপক বর্ণনা। এ কথায় যারা দ্বিমত কোরবেন তাদেরকে বোলছি- ধরুন আপনার কথামত বিরাট বাহনে আসীন হোয়ে এক চক্ষুবিশিষ্ট এক বিশাল দানব পৃথিবীতে উপস্থিত হোল, তাহোলে কি মোসলেম অমোসলেম কারো মনে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবে যে এটাই রসুল বর্ণিত দাজ্জাল? চোখের সামনে প্রায় পৃথিবীর সমান আয়তনের দানবকে দেখে কেবল মোসলেমরাই নয়, অ-মোসলেমরাও এক মুহূর্ত্তে চিনে ফেলবে যে, এই তো এসলামের নবীর বর্ণিত দানব দাজ্জাল! অথচ রসুল বোলছেন, কেবল মো'মেনরা নিরক্ষর হোলেও অর্থাৎ

লেখাপড়া না জানা হোলেও তার কপালে কাফের লেখা পড়তে পারবে, যারা মো'মেন নয় তারা শিক্ষিত ও পণ্ডিত হোলেও পড়তে পারবে না (বোখারী ও মোসলেম) ।

আল্লাহর রসুল আরও বোলেছেন, দাজ্জাল ইহুদীদের থেকে উদ্ভূত হবে এবং আমার উম্মতের সত্তর হাজার অর্থাৎ অসংখ্য লোক তাকে অনুসরণ কোরবে। দাজ্জাল যদি সত্যিই জ্যান্ত কোন দানবীয় প্রাণী হয় তাহোলে কী কোরে এমন একটি দানব মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত ইহুদীদের মধ্য থেকে আসতে পারে? আর তাকে দেখেও কেউ তাকে অনুসরণ কোরবে, কেউ কোরবে না, কেউ তার কপালের কাফের লেখা পড়তে পারবে, কেউ পারবে না এ কি হোতে পারে?

আরও মনে কোরুন, প্রচলিত ধারণা মোতাবেক সত্যি সত্যি কোন বিশাল দানবীয় প্রাণী পৃথিবীতে আবির্ভূত হোল। সেই দানবটা সমগ্র মানবজাতিকে বোলবে তাকে প্রভূ বোলে মেনে নিতে। অন্যসব জাতির কথা ছেড়েই দিলাম, বর্ত্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর, যার আধিপত্য পৃথিবীময়, সেই আমেরিকার যক্তুরাষ্ট্র কি তাকে প্রভূ বোলে মেনে নেবে। সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় অবশ্যই নয়। সে (যুক্তরাষ্ট্র) তাকে (দাজ্জাল) আনবিক বোমা মেরে ধ্বংস কোরে ফেলবে। কিন্তু রসুল এমন কোন সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করেন নি বরং বোলেছেন, দাজ্জাল এমনভাবে সমস্ত পৃথিবী অধিকার কোরবে যে এক টুকরো মাটি বা পানিও তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকবে না। অর্থাৎ এ কথায় কোন সন্দেহের অবকাশ রোইল না যে দাজ্জাল এমন কোন বস্তু নয় যা চোখে দেখা যায় (Visible) বা স্পর্শ করা যায় (Tangible)। বর্ত্তমান ইহুদী-খ্রীস্টান সভ্যতাই হোচ্ছে সেই মহাশক্তিধর দানব দাজ্জাল এবং যান্ত্রিক প্রযুক্তি হোচ্ছে তার বাহন।

রসুলাল্লাহর হাদীস বাস্তবে পরিণত :

দাজ্জাল প্রতিরোধকারীদের মৃত্যু হোচ্ছে না

দাজ্জাল প্রকৃতপক্ষেই ইহুদী খ্রীস্টান যান্ত্রিক সভ্যতা কিনা, একটি বিশেষ কারণে এটি এখন আর যুক্তি তর্কের বিষয় নেই, সকল যুক্তি তর্কের ঊর্দ্ধে চোলে গেছে। সেই কারণটি হোল: বিশ্বনবী

বোলেছেন, “অভিশপ্ত দাজ্জালকে যারা প্রতিরোধ কোরবে তাদের মরতবা বদর ও ওহুদ যুদ্ধে শহীদের মরতবার সমান হবে (বোখারী ও মোসলেম) ।”

রসুলাল্লাহর এ হাদীসটি এখন বাস্তবে পরিণত হোয়েছে। এ যামানার এমাম, হেযবুত তওহীদের এমাম দাজ্জালকে চিহ্নিত কোরেছেন এবং তাঁর অনুসারীগণ দাজ্জালের পরিচয় বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধোরছেন, এভাবে তারা দাজ্জালকে প্রতিরোধ কোরছেন। হেযবুত তওহীদ ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউই দাজ্জালকে দাজ্জাল বোলে চিনছেন না, সুতরাং তাকে প্রতিরোধও কোরছেন না। কাজেই বিশ্বনবীর হাদীস মোতাবেক হেযবুত তওহীদের প্রত্যেক অকপট মোজাহেদ মোজাহেদা জীবিত অবস্থাতেই দুই জন কোরে শহীদের সমান। তাদের শাহাদাত লাভ কেবল তাত্ত্বিক বিষয় বা মৌখিক দাবী নয়, এর বাস্তব প্রমাণও আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন এবং এখনও দিচ্ছেন। সেটা হোচ্ছে এই যে, চিকিৎসা বিজ্ঞান (Medical Science) মতে মানুষ মারা গেলে দুই ঘন্টা পর থেকেই শক্ত হোতে আরম্ভ করে। ১২ ঘন্টার মধ্যে মৃতদেহ এক খণ্ড কাঠের মত শক্ত হোয়ে যায় এবং তাপমাত্রা বরফের মত ঠাণ্ডা হোয়ে যায়। ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত দেহ এভাবে শক্ত অবস্থায় থাকে। এর পর থেকে দেহ আবার নরম হোয়ে পঁচতে গলতে আরম্ভ করে। চিকিৎসাবিজ্ঞান মতে মানুষের মৃত্যুর সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই শক্ত হোয়ে যাওয়া। শুধু মানুষ নয়, পুরো জীবজগতে এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নেই, প্রত্যেক প্রাণীর দেহই মৃত্যুর পর একই ভাবে কাঠের মত শক্ত হোয়ে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই শক্ত হওয়াকে বলে Rigor Mortis।

অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় হোল, বেশ কিছুদিন যাবত আমরা লক্ষ্য কোরছি, হেযবুত তওহীদের ক্ষেত্রে এই চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়মটি কার্য্যকরী থাকছে না। এ আন্দোলনের মোজাহেদ-মোজাহেদারা এন্তেকাল করার পর তাদের দেহ শক্ত হোচ্ছে না, এমন কি তাপমাত্রাও স্বাভাবিক মৃতের ন্যায় শীতল হোয়ে যাচ্ছে না। একজন মোজাহেদের দেহে এন্তেকালের ৩১ ঘন্টা পরও মৃত্যু পরবর্ত্তীকালীন এই স্বাভাবিক লক্ষণগুলি পরিলক্ষিত হয় নি। তাদের কেউ আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে মৃত্যুবরণ কোরেছেন এমন নয়, স্বাভাবিকভাবে রোগে ভুগে বা দুর্ঘটনায় আহত হোয়ে এন্তেকাল কোরলেও তাদের ক্ষেত্রে এ ঘটনাই ঘোটছে। এমন ঘটনা একটি দু’টি নয়, অনেকগুলি হোয়েছে। ঘটনা ও সাক্ষীদের স্বাক্ষরসহ বিস্তারিত বিবরণ আমাদের কাছে আছে। কেউ দেখতে চাইলে

দেখানো যাবে এনশা'আল্লাহ। এন্তেকালের পর দেহ শক্ত না হওয়ার কোন নজির চিকিৎসা বিজ্ঞানে নেই। এখন প্রশ্ন হোল, প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম এ ঘটনার ব্যাখ্যা কি?

এর একমাত্র ব্যাখ্যা হোচ্ছে, **দাজ্জাল প্রতিরোধ করার কারণে হেযবুত তওহীদের সকলকে মহান আল্লাহ জীবন্ত অবস্থাতেই শহীদ হিসাবে কবুল কোরে নিয়েছেন।** আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে বোলেছেন, "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বোল না, বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা উপলব্ধি কোরতে পারো না" (সুরা বাকারা ১৫৪)। তিনি বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট কোরে দিয়েছেন এই বোলে যে, "যারা আল্লাহর পথে নিহত হোয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে কোর না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের কাছ থেকে রেযেক প্রাপ্ত" (সুরা এমরান ১৬৯)। সুতরাং আল্লাহর কথা মোতাবেক শহীদরা হবেন জীবিত। এদিকে রসুল বোলেছেন, দাজ্জাল প্রতিরোধকারীগণ জীবন্ত অবস্থাতেই শহীদ। তাই আল্লাহ ও রসুলের কথা অনুযায়ী আখেরী যমানার দাজ্জাল প্রতিরোধকারীগণ কখনোই মারা যাবেন না, তারা হবেন শহীদ। কার্য্যত দেখা যাচ্ছে, দাজ্জালকে প্রতিরোধ করার কারণে হেযবুত তওহীদের মোজাহেদ মোজাহেদারা দুই শহীদের মরতবা লাভ কোরছেন। আপাতঃদৃষ্টিতে মারা গেলেও তারা প্রকৃতপক্ষে জীবন্ত এবং অমর। সে কারণেই এন্তেকালের পর তাদের দেহ শক্ত হোচ্ছে না- নরম থাকছে, মৃতের ন্যায় শীতলও হোচ্ছে না।

সুতরাং এ থেকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হোচ্ছে যে, হেযবুত তওহীদ যাকে প্রতিরোধ কোরছে অর্থাৎ ইহুদী খ্রীস্টান বস্তুবাদী যান্ত্রিক সভ্যতা, সেটাই দাজ্জাল। সেই সাথে এও প্রমাণিত হোচ্ছে যে, হেযবুত তওহীদই সেই দল যার বিষয়ে আল্লাহর রসুল ১৪০০ বছর আগে ভবিষ্যদ্বাণী কোরে গিয়েছেন। যামানার এমামের পক্ষ থেকে এই মহা-সুসংবাদ আপনার কাছে পৌঁছানো হলো। দাজ্জালকে প্রতিরোধ কোরে অকল্পনীয় এ পুরস্কার ও সম্মান লাভের সুযোগ আজ আমাদের সামনে উপস্থিত। আসুন, যামানার এমামের ডাকে সাড়া দিয়ে আমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হই, তাকে প্রতিরোধ কোরে দুই শহীদের সম্মান ও পুরস্কার লাভ কোরি। আল্লাহ আমাদেরকে সত্য গ্রহণের তওফীক দান করুন। আমীন॥

দাজ্জালের ধ্বংস অনিবার্য্য

পৃথিবী আজ অন্যায়, অবিচার, যুলুম, যুদ্ধ, রক্তপাত, হত্যা, ধর্ষণ, বেকারত্ব, দারিদ্র্য অর্থাৎ অশান্তিতে পরিপূর্ণ। পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই যেখানে সংঘাত, সংঘর্ষ হোচ্ছে না। আজ পৃথিবীর চারদিক থেকে আর্ত্ত মানুষের হাহাকার উঠছে- শান্তি চাই, শান্তি চাই। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারে, দরিদ্রের ওপর ধনীর বঞ্চনায়, শোষণে, শাসিতের ওপর শাসকের অবিচারে, ন্যায়ের ওপর অন্যায়ের বিজয়ে, সরলের ওপর ধুর্ত্তের বঞ্চনায় পৃথিবী আজ মানুষের বাসের অযোগ্য হোয়ে পড়েছে। নিরপরাধ ও শিশুর রক্তে আজ পৃথিবীর মাটি ভেজা। শান্তির আশায় বিভিন্ন রকম তন্ত্র-মন্ত্র, বিধান, ব্যবস্থা তৈরী কোরে একটা একটা কোরে প্রয়োগ কোরে দেখা হোয়েছে। শান্তি রক্ষার জন্য বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা তৈরী কোরে, বিভিন্ন নামে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হোয়ে আপ্রাণ চেষ্টা কোরে যাচ্ছে। শান্তির আশায় সকল ধর্মের লোক প্রতিনিয়ত প্রার্থনা কোরে যাচ্ছে। অথচ এই নতুন শতাব্দীর একটি দিনও যায় নাই যেদিন পৃথিবীর কোথাও না কোথাও যুদ্ধ, রক্তপাত চলে নাই। শান্তির সকল প্রচেষ্টাই আজ ব্যর্থ।

এই অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় কি?

হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমাম, এমামুয্যামান, The Leader of the Time জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী সেই শান্তির উপায়, সেই মুক্তির পথ মানবজাতির সামনে তুলে ধোরেছেন। তিনি বোলেছেন, মানবজাতি যদি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, তওহীদ অর্থাৎ আখেরী নবী মোহাম্মদ (সা:) এর উপরে যে দীনুল হক, সত্য জীবনব্যবস্থা নাযেল হোয়েছে সেটি তাদের সামগ্রিক জীবনে গ্রহণ কোরে নেয় তাহোলেই তারা শান্তি ও নিরাপত্তায় পৃথিবীতে বসবাস কোরতে পারবে। ১৪০০ বছর আগে এসলামের গৌরবময় স্বর্ণযুগে এই দীন মানবজাতিকে এমন অতুলনীয় শান্তি দিয়েছিলো যে তখন অর্দ্ধেক পৃথিবীর কোথাও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কোন বাহিনী না থাকা সত্ত্বেও সমাজে বোলতে গেলে কোন অপরাধই ছিলো না। সুন্দরী যুবতী নারী অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় শত শত

মাইল পথ একা পাড়ি দিত, তার মনে কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কাও জাগ্রত হোত না। মানুষ রাতে ঘুমানোর সময় ঘরের দরজা বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব কোরত না, রাস্তায় ধন-স□পদ ফেলে রাখলেও তা খোঁজ কোরে যথাস্থানে পাওয়া যেত, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, রাহাজানী প্রায় নির্মূল হোয়ে গিয়েছিল, আদালতে বছরের পর বছর কোন অপরাধ সংক্রান্ত মামলা আসতো না। আর অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিটি মানুষ স্বচ্ছল হোয়ে গিয়েছিল। এই স্বচ্ছলতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মানুষ যাকাত ও সদকা দেওয়ার জন্য টাকা পয়সা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত, কিন্তু সেই টাকা গ্রহণ করার মত লোক পাওয়া যেত না। এটা ইতিহাস।

সেই অনাবিল শান্তির সমাজ যদি আমরা ফিরে পেতে চাই তবে আল্লাহকে আমাদের একমাত্র হুকুমদাতা (এলাহ) হিসাবে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই। বর্ত্তমানে তওহীদবিহীন যে এসলাম দুনিয়াতে চোলছে আমরা সেই বিকৃত বিপরীতমুখী এসলামের কথা বোলছি না, এই এসলাম মানবজাতিকে শান্তি দিতে পারে নাই। অথচ এসলাম শব্দের আক্ষরিক অর্থই হোচ্ছে শান্তি। তাই প্রকৃত এসলাম যেখানে থাকবে সেখানে শান্তি থাকতেই হবে। যামানার এমাম এসলামের যে রূপ তুলে ধোরেছেন সেটাই যে শান্তির পথ তার একটি প্রমাণ, এ আন্দোলনের সদস্যরা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে শত নির্যাতন নিপীড়ন সত্ত্বেও ১৮ বছরে একটিও অপরাধ বা আইনভঙ্গ করে নি। এটা নিছক মৌখিক দাবী নয় বরং এটি দেশের সর্বনিু থেকে সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত এবং শত শত সরকারী তদন্ত রিপোর্টের সারমর্ম। এটি হেযবুত তওহীদের জন্য এক অনন্য গৌরব।

তিনি এসলামের যে রূপ মানুষের সামনে তুলে ধোরেছেন সেটাই যে আল্লাহ রসুলের প্রকৃত এসলাম তা আল্লাহ একটি বিরাট মো'জেজা বা অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে সত্যায়ন কোরেছেন। এমামুয্যামানের একটি ভাষণের মাধ্যমে এ মো'জেজাটি আল্লাহ ঘটিয়েছেন। আমরা এই মো'জেজার ঘটনা "আল্লাহর মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা" নামক বইটিতে বিস্তারিত উল্লেখ কোরেছি। এই মো'জেজার মাধ্যমে মানবজাতির জন্য বিরাট একটি সুসংবাদ আল্লাহ জানিয়েছেন। তা হোল: **হেযবুত তওহীদ হক-সত্য, এর এমাম আল্লাহর মনোনীত এবং এই হেযবুত তওহীদের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে আল্লাহ তাঁর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা কোরবেন এনশা'আল্লাহ।** রসুলাল্লাহ বোলেছেন, পৃথিবীতে এমন কোন গৃহ বা তাঁবু থাকবে না যেখানে এসলাম প্রবেশ না কোরবে [হাদীস- মেকদাদ (রা:) থেকে আহমদ, মেশকাত।] মো'জেজা

ঘোটিয়ে আল্লাহ নিশ্চিত কোরলেন যে হাদীসে বর্ণিত সেই সময়টি এখনই, এবং যামানার এমামের মাধ্যমেই এই হাদীস সত্যে পরিণত হবে এনশা'আল্লাহ। সারা দুনিয়ায় সত্যদীন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বশর্তই হোচ্ছে দাজ্জালের ধ্বংস। যেহেতু মো'জেজা সংগঠন কোরে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন যে হেযবুত তওহীদকে আল্লাহ সারা দুনিয়ায় সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য মনোনীত কোরেছেন সুতরাং **হেযবুত তওহীদের মাধ্যমেই যে দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদী খ্রীস্টান 'সভ্যতা'র পতন হবে সেটাও সুস্পষ্ট হোয়ে যায়।**

বিশ্বব্যাপী হেযবুত তওহীদের মাধ্যমে আল্লাহর বিজয় এবং দাজ্জালের ধ্বংস আসন্ন এনশা'আল্লাহ।

এই সত্যদীন, জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এনশা'আল্লাহ মানবজাতি এই শ্বাসরুদ্ধকর অশান্তিময় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবে। বিশ্বে থাকবে না কোনো জাতি ও বর্ণের ভেদাভেদ, অর্থনৈতিক অবিচার, রাজনীতির নামে দলাদলি, নৈরাজ্য, সন্ত্রাস। সমস্ত আদম-সন্তান একটি জাতিতে পরিণত হবে, সকল ধর্মের লোক সমান সুবিচার ও সমান অধিকার পাবে। পৃথিবী থেকে নির্মূল হোয়ে যাবে অন্যায়, অত্যাচার অবিচার, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, হতাশা, নিরাপত্তাহীনতা।

আসুন, সেই শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে, তওহীদ গ্রহণ কোরে হেযবুত তওহীদ আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হই।

বিশ্ববাসীকে

নতুন সভ্যতার সুসংবাদ!

পৃথিবী আজ অন্যায়, অবিচার, যুলুম, যুদ্ধ, রক্তপাত, হত্যা, ধর্ষণ, বেকারত্ব, দারিদ্র্য অর্থাৎ অশান্তিতে পরিপূর্ণ। পৃথিবীর চারদিক থেকে আর্ত্ত মানুষের হাহাকার উঠছে- শান্তি চাই, শান্তি চাই। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারে, দরিদ্রের ওপর ধনীর বঞ্চনায়, শোষণে, শাসিতের ওপর শাসকের অবিচারে, ন্যায়ের ওপর অন্যায়ের বিজয়ে, সরলের ওপর ধূর্তের বঞ্চনায় পৃথিবী আজ মানুষের বাসের অযোগ্য হোয়ে পড়েছে। সমস্ত মানুষ এক জাতি, এক আদম সন্তান- এই কথা ভুলে গিয়ে পৃথিবীর বুকের উপর খেয়াল-খুশি মত দাগ টেনে, মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি কোরে চিরস্থায়ী সংঘাত, রক্তপাত আর যুদ্ধের বন্দোবস্ত কোরে রাখা হোয়েছে। স্রষ্টার দেওয়া জীবন-ব্যবস্থা পরিত্যাগ কোরে নিজেরা নিজেদের মত কোরে জীবন-ব্যবস্থা তৈরী কোরে নিয়েছে। যতদিন মানুষ আল্লাহর দেওয়া জীবন-ব্যবস্থা বাদ দিয়ে নিজেদের তৈরী জীবন-ব্যবস্থা পৃথিবীতে চালু রাখবে ততদিন জাতিতে জাতিতে, মানুষে মানুষে এই অশান্তি, যুদ্ধ, রক্তপাত কেউ বন্ধ কোরতে পারবে না। যত সংঘ করা হোক, যত আইন-শৃংখলা বাহিনী তৈরী করা হোক এবং যতভাবেই চেষ্টা করা হোক না কেন।

এই অশান্তি থেকে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব-তওহীদ ভিত্তিক জীবন-ব্যবস্থা, দীনুল হক সার্বিক জীবনে মেনে নেওয়া। **তওহীদ মানেই হোচ্ছে জীবনের সর্ব অঙ্গনে যে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কোন হুকুম আছে সেখানে অন্য কারো হুকুম না মানা।** এই তওহীদ আজ পৃথিবীর কোথাও নাই। দুনিয়াময় এসলাম নামে যে ধর্মটি চালু আছে সেটা আল্লাহ রসুলের এসলাম নয় বরং এর বিপরীতমূখী একটা ধর্ম বিশ্বাস। বর্তমান এসলামের তথাকথিত আলেম শ্রেণী একে তাদের রুটি রুজির মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে এবং ফেরকা, মাজহাব, মাসলা মাসায়েল ইত্যাদির কূটতর্ক নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি, হানাহানিতে লিপ্ত হোয়ে হাজারো ভাগে বিভক্ত হোয়েছে, আরেকটি অংশ এসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কোরে মানুষকে এসলামের বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ কোরে তুলেছে। আর জাতির বৃহৎ অংশটি শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত জীবনে ঐ

বিকৃত ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা কোরে যাচ্ছে। এর কোনটাই আল্লাহ, রসুলের প্রকৃত এসলাম নয়, কারণ এসলাম শব্দের আক্ষরিক অর্থই শান্তি, এসলাম নামক এই জীবন-ব্যবস্থার আগমন হোয়েছে বিশ্ববাসীকে শান্তি দেওয়ার জন্য। অথচ আজ সমস্ত পৃথিবীতে মোসলেম নামধারী এই জাতি চরম অশান্তিতে নিপতিত। প্রকৃত এসলাম কি- আল্লাহ তাঁর অসীম করুণায় এ যামানার এমাম, এমামুযযামান (The Leader of the Time) জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আন্দোলন হেযবুত তওহীদ মানব জাতিকে ১৩০০ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া সেই প্রকৃত এসলামের দিকে আহ্বান কোরছে। প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল কোরে আল্লাহ এই জীবনব্যবস্থাটি প্রণয়ন কোরেছেন। আগুন-পানি, আলো-বাতাস, অক্সিজেন ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদানগুলি যেমন পৃথিবীর সকল মানবজাতির জন্য অবশ্য প্রয়োজন এবং সবার উপযোগী, তেমনি এই জীবনব্যবস্থাও পৃথিবীর সর্বত্র প্রযোজ্য, প্রয়োগযোগ্য, গ্রহণযোগ্য ও শান্তিদায়ক। এজন্যই আখেরী নবী, বিশ্বনবী মোহাম্মদ মোস্তফা (দ:) এর উপাধি আল্লাহ দিয়েছেন রহমাতাল্লিল আলামীন। তাঁর উপর নাযেলকৃত জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে সমস্ত পৃথিবী হবে আল্লাহর রহমতে পরিপূর্ণ। **এই রহমত ও বরকতময় জীবন-ব্যবস্থাটাই আবার হেযবুত তওহীদের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে এটা আল্লাহ গত ২৪ মহরম ১৪২৯ হেজরী মোতাবেক ২ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ ঈসায়ী আল্লাহ একটি মো'জেজা সংঘটন কোরে জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং হেযবুত তওহীদের মাধ্যমেই মানবজাতির সকল অশান্তির মূল কারণ ইহুদী-খ্রীস্টান বস্তুবাদী সভ্যতা (!) অর্থাৎ দাজ্জালকে ধ্বংস কোরে আল্লাহ একটি অনুপম শান্তিময় পৃথিবী মানবজাতিকে উপহার দিবেন।**

কাজেই শীঘ্রই পরিবর্তন ঘোটতে যাচ্ছে এই শ্বাসরুদ্ধকর অস্থিতিশীল বিশ্বব্যবস্থার। অন্ধকারের পর্দা ভেদ কোরে উঁকি দিচ্ছে এক নতুন সভ্যতা। সেই বিশ্বে থাকবে না কোন মারামারি, ধর্ম-বর্ণের পার্থক্য, জাতিগত বিদ্বেষ! থাকবে না অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত, এক কথায় অশান্তি। সাদা-কালো, তামাটে সমস্ত বনি আদম হবে একটি জাতি, এক পরিবার। একটি মানুষ ইচ্ছা কোরলে পৃথিবীর যে কোন স্থানে ভ্রমণ কোরতে পারবে, কেউ তাকে বাধা দিবে না। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কোন খাবার আল্লাহ যা বৈধ কোরেছেন তাই সে খেতে পারবে। বাক স্বাধীনতা, চিন্তার

স্বাধীনতার অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হবে পৃথিবীতে। আসমান তার সমস্ত রহমত ও নেয়ামতের দুয়ার খুলে দিবে, জমিন তার সকল বরকত উজাড় কোরে দেবে। বিশ্ববাসীকে এই মহা সুসংবাদ জানাচ্ছে হেযবুত তওহীদ।

হেযবুত তওহীদের কয়েকটি মূলনীতি

১. হেযবুত তওহীদ চেষ্টা কোরবে আল্লাহর রসুলের প্রতিটি পদক্ষেপকে অনুসরণ কোরতে।

২. হেযবুত তওহীদের কোন গোপন কার্য্যক্রম থাকবে না, সবকিছু হবে প্রকাশ্য এবং দিনের আলোর মত পরিষ্কার।

৩. হেযবুত তওহীদের কেউ কোন আইনভঙ্গ কোরবে না, অবৈধ অস্ত্রের সংস্পর্শে যাবে না, গেলে তাকে এমাম নিজেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে তুলে দেবেন।

৪. যারা হেযবুত তওহীদের সদস্য নয়, তাদের থেকে কোনরূপ অর্থ হেযবুত তওহীদ গ্রহণ করবে না।

৫. হেযবুত তওহীদের কোন সদস্য কোন প্রচলিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হোতে পারবে না।

মানবজাতির কল্যাণে ব্রত, ন্যায়নিষ্ঠ আন্দোলন হেযবুত তওহীদ আল্লাহর রহমে এমামুয্যামানের এই নীতিগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন কোরে যাচ্ছে।

চলমান সঙ্কট ও আসন্ন ধ্বংস থেকে

মানবজাতির বাঁচার একমাত্র পথ

মানবজাতি আজ তার জীবনকালের সবচেয়ে বড় সঙ্কটে পতিত হোয়েছে। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু কোরে সামষ্টিক জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে মানুষ আজ চুড়ান্ত অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও নিষ্পেষণের শিকার। পৃথিবীর চারদিক থেকে আর্ত্ত মানুষের হাহাকার উঠছে- শান্তি চাই, শান্তি চাই। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারে, দরিদ্রের ওপর ধনীর বঞ্চনায়, শোষণে, শাসিতের ওপর শাসকের অবিচারে, ন্যায়ের ওপর অন্যায়ের বিজয়ে, সরলের ওপর ধুর্ত্তের বঞ্চনায় পৃথিবী আজ মানুষের বাসের অযোগ্য হোয়ে পড়েছে। নিরপরাধ ও শিশুর রক্তে আজ পৃথিবীর মাটি ভেজা। শান্তির আশায় বিভিন্ন রকম তন্ত্র-মন্ত্র, বিধান, ব্যবস্থা তৈরী কোরে একটা একটা কোরে প্রয়োগ কোরে দেখা হোয়েছে। তবু কিছুতেই কিছু হোচ্ছে না। পৃথিবীর মানুষ আজ বিক্ষুব্ধ। বাইরে যত সফলতার অহংকার থাকুক মনের গভীরে মানুষ আজ দেউলিয়া, দিশাহারা। কারণ মানুষ শুধুই তার শরীর নিয়ে বাঁচতে পারে না, তার আত্মাও প্রয়োজন। তেমনি এই সভ্যতার একটি মাত্র দিক, সেটা হোল ভোগ ও যান্ত্রিক উন্নতির দিক, যার কোন আত্মা নেই। এই কারণে এই সভ্যতা আর প্রাকৃতিক হোল না, স্বাভাবিক হোল না। সেহেতু এটা ধ্বংস হওয়া অনিবার্য্য, কেউ তাকে রক্ষা কোরতে পারবে না। ব্যক্তিগত কোন্দল, ধর্মীয় সহিংসতা, প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা, রাজনৈতিক হানাহানি, অর্থনৈতিক অবিচার, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্য্যয়, আধ্যাত্মিক শূন্যতা এই সব মিলিয়ে মানবসভ্যতা আজ চুড়ান্ত ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে বিপন্ন মানবজাতিকে রক্ষা করার উপায় খুঁজে পেতে বিশ্বের বড় বড় রাজনীতিবিদ, সমাজবিদ, চিন্তাবিদ, ধর্মবেত্তা, মনোবিজ্ঞানী সকলে চেষ্টা সাধনা কোরে চোলেছেন। কিন্তু কোন উপায় মিলছে না। রাষ্ট্রগুলি শান্তি রক্ষার জন্য বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা তৈরী কোরে, বিভিন্ন নামে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হোয়ে আপ্রাণ চেষ্টা কোরে যাচ্ছে। কিন্তু অপরাধ দিন দিন বেড়েই চোলেছে। মানবজাতির বর্তমান অবস্থার উপমা সেই রোগীর ন্যায় যার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হাজার হাজার মারাত্মক রোগে আক্রান্ত। একটির জন্য ওষুধ খেলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে আরও দশটি নতুন রোগের উদ্ভব হয়। উপরন্তু যে ওষুধ

খাওয়ানো হোচ্ছে তাও সঠিক নয়, ফলে তা রোগকে আরও জটিল থেকে জটিলতর কোরে চোলেছে। এই রোগীর মতই মানবজাতি অসংখ্য দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হোয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণছে। মুক্তি লাভের জন্য একটার পর একটা আইন কোরে, জীবন-ব্যবস্থা পরিবর্তন কোরে যাচ্ছে কিন্তু কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না হত্যা, ধর্ষণ, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস ও যুদ্ধের তাণ্ডব। একটি সমস্যারও সমাধান হোচ্ছে না, বরং দিন দিন নতুন নতুন সমস্যায় আক্রান্ত হোচ্ছে মানুষ। **এর শেষ কোথায়?**

অবশ্যই সবকিছুরই একটি পরিণতি আছে, শেষ আছে। শেষ নবী মোহাম্মদ (দ:) এর বর্ণিত বহু হাদীসে এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলিতেও মানব সভ্যতার এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের কথা বলা হোয়েছে। আল্লাহর রসুল বোলেছেন, এমন অশান্তি (ফেতনা-Great Tribulation) সৃষ্টি হবে যে মানুষ মাটির উপরে থাকার চাইতে মাটির নিচে থাকাকে বেশী পছন্দ কোরবে (মোসলেম), মানুষ মানুষকে বিনা কারণে হত্যা কোরবে, যে নিহত হবে সে জানবে না কেন যে মরল, আবার যে হত্যা কোরবে সেও জানবে না কেন সে হত্যা কোরল। হত্যাকারী ও নিহত উভয়েই জাহান্নামে প্রবেশ কোরবে (মোসলেম)। বৌদ্ধধর্মে বলা হোয়েছে, 'মারণাস্ত্র, রোগ এবং ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা প্রচুর হবে [Ruling Your World by Sakyong Mipham, pg. 44] সনাতন ধর্মে এই সময়কে বলা হোয়েছে ঘোর কলি। এই অন্যায় অশান্তি মানবজাতিকে তুমুল সহিংস এক যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যার উদাহরণ আমরা দেখছি মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সবগুলি দেশে, আফ্রিকায়, পার্শ্ববর্তী মায়ানমার, ভারতে; এমন কি ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, আমেরিকাতেও চরম অসন্তোষ ও সহিংসতা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে গত কয়েক বছরে। দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়া এই নৈরাজ্য ও হানাহানির চুড়ান্ত রূপকেই বাইবেলে বলা হোয়েছে Armageddon, Apocalypse (Revelation 16:12-16) ইত্যাদি। এই সব ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে অনেক বড় বড় বই লেখা হোয়েছে, আমাদের প্রশ্ন হোচ্ছে এ বিপদ থেকে উত্তোরণের উপায় কি? এটা সন্দেহাতীত যে এই পরিস্থিতি মানুষেরই কাজের ফলে সৃষ্টি হোয়েছে, কাজেই এর পরিণতি ভোগ করাও অনিবার্য্য। এই ধ্বংস থেকে ব্যক্তিগতভাবে বাঁচার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সচেতন মানুষেরা মাটির নিচে সুড়ঙ্গ তৈরী কোরছে, বৃহদায়তন জাহাজ বানাচ্ছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রি, খাদ্যদ্রব্য, ওষুধপত্র মজুদ কোরছে। কিন্তু এভাবে বেঁচে থাকা তো পুরো মানবজাতির পক্ষে সম্ভব না।

তাহোলে উপায়?

হ্যাঁ, উপায় আছে। সেই উপায় দিতে পারেন একমাত্র আল্লাহ। এই মহাসত্যটি মানবজাতিকে এখনই অনুধাবন কোরতে হবে যে, যিনি মানবজাতির স্রষ্টা তিনিই ভালো জানবেন কিসে মানবজাতি এই অনিবার্য্য ধ্বংস থেকে বাঁচতে পারবে। রসুলাল্লাহর হাদীস এবং সকল ধর্মগ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী, এই বিপর্যয় থেকে মানুষ মুক্তি পাবে আল্লাহর হস্তক্ষেপের কারণে। **অত্যন্ত শুভ সংবাদ হোল অবশেষে আল্লাহ সেই উপায় আল্লাহ হেযবুত তওহীদকে দান কোরেছেন, মানবজাতির উদ্ধারকর্ত্তা হিসাবে তিনি হেযবুত তওহীদকে মনোনীত কোরেছেন।** সেই সমাধানটি হোল আল্লাহর প্রকৃত এসলাম যা তিনি ১৪০০ বছর আগে শেষ রসুলের উপর নাযেল কোরেছিলেন। এই এসলাম গত ১৩০০ বছরের কালপরিক্রমায় বিকৃত হোতে হোতে একেবারে বিপরীতমুখী হোয়ে গিয়েছিল। আমরা দুনিয়াময় এসলাম নামে যে ধর্মটি দেখতে পাচ্ছি সেটা আল্লাহর রসুলের রেখে যাওয়া এসলাম নয়, এটা একটি বিকৃত ও বিপরীতমুখী ধর্মবিশ্বাস। বর্তমান এসলামের তথাকথিত আলেম শ্রেণী একে তাদের রুটি রুজির মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার কোরছে। একদা অখণ্ড উম্মতে মোহাম্মদী আজ ফেরকা, মাজহাব, মাসলা মাসায়েল ইত্যাদির কূটতর্ক নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি, হানাহানিতে লিপ্ত হোয়ে হাজারো ভাগে বিভক্ত হোয়ে আছে; আরেকটি অংশ এসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কোরে মানুষকে এসলামের বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ কোরে তুলেছে। জাতির বৃহত্তম অংশটি শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত জীবনে ঐ বিকৃত ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা কোরে যাচ্ছে। এর কোনটাই আল্লাহ, রসুলের প্রকৃত এসলাম নয়, কেননা এসলাম শব্দের আক্ষরিক অর্থই শান্তি। অর্থাৎ যারা এসলামের অনুসারী হবে তারা শান্তিতে থাকবে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক এর বিপরীত। অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ হোচ্ছে মানবজাতিকে চলমান সঙ্কট ও আসন্ন মহাবিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বাতলে দিতে ১৪০০ বছর আগে যে এসলাম মানবজাতিকে অতুলনীয় শান্তি ও নিরাপত্তার স্বর্ণযুগ উপহার দিয়েছিল সেই এসলাম মহান আল্লাহ আবার টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারের উত্তরসূরী এ যামানার এমাম, এমামুয্যামান, The Leader of the Time জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এখন যারা আসন্ন ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে চায় তাদের সামনে হেযবুত তওহীদে এসে আল্লাহকে তার সার্বিক জীবনের একমাত্র হুকুমদাতা, একমাত্র এলাহ হিসাবে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। গত ১৮ বছর ধোরে এই মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিই মানবজাতিকে মুখে বোলে, বই লিখে, হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে, সিডি কোরে, পত্রিকার মাধ্যমে জানানোর চেষ্টা কোরছে হেযবুত তওহীদ। কিন্তু ধর্মব্যবসায়ী মোল্লা শ্রেণী এবং এসলাম বিদ্বেষী মিডিয়ার অপপ্রচারের কারণে এই ডাক পূর্ণরূপে মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয় নি, যাদের কাছে পৌঁছানো গেছে তাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই সত্যিকারভাবে উপলব্ধি কোরতে পেরেছেন যে হেযবুত তওহীদ আসলে কি বোলতে চায়।

কিন্তু আসলেই সমস্ত মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধান কি হেযবুত তওহীদ কোরতে পারবে?

এ এক বিরাট প্রশ্ন। হ্যাঁ, এনশা'আল্লাহ সমস্ত মানবজাতিকে এই আসন্ন মহা বিপর্য্যয়ের হাত থেকে উদ্ধার কোরতে পারবে একমাত্র হেযবুত তওহীদ। এটাই আমাদের মূল কথা। **এটা ইতিহাস যে তওহীদের আহ্বান যে জাতি প্রত্যাখ্যান করে তাদের পরিণতি কী ভয়ঙ্কর হয়। সুতরাং যতই অবজ্ঞা করা হোক, যতই অপপ্রচার করা হোক, মানবজাতিকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করার সমাধান আল্লাহ হেযবুত তওহীদের কাছেই দিয়েছেন, তাই এ মহাসত্যকে যারা গ্রহণ কোরবে না তাদের মুক্তির উপায় নেই।** পক্ষান্তরে আল্লাহর প্রকৃত এসলামকে গ্রহণ কোরে নিলেই পৃথিবীর সকল অনিয়ম দূর হোয়ে প্রকৃতির সর্বত্র যেমন শৃঙ্খলা বিরাজিত তেমনি মানবজীবনের সর্ব অঙ্গনে চুড়ান্ত শৃঙ্খলা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল কোরে আল্লাহ এই জীবন-ব্যবস্থাটি প্রণয়ন কোরেছেন, তাই এই দীনের এক নাম দীনুল ফেতরাত বা প্রাকৃতিক দীন। আগুন-পানি, আলো-বাতাস, অক্সিজেন ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদানগুলি যেমন পৃথিবীর সকল মানবজাতির জন্য অবশ্য প্রয়োজন এবং সবার উপযোগী, তেমনি এই জীবনব্যবস্থাও পৃথিবীর সর্বত্র প্রযোজ্য, প্রয়োগযোগ্য, গ্রহণযোগ্য ও শান্তিদায়ক। এজন্যই আখেরী নবী, বিশ্বনবী মোহাম্মদ মোস্তফা (দ:) এর উপাধি আল্লাহ দিয়েছেন রহমাতাল্লিল আলামীন। তাঁর উপর নাযেলকৃত জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে সমস্ত পৃথিবী হবে

আল্লাহর রহমতে পরিপূর্ণ। আল্লাহর রসুল বোলছেন, আল্লাহ পৃথিবীকে এমন ন্যায় ও শান্তিতে পরিপূর্ণ কোরে দিবেন ঠিক ইতিপূর্বে পৃথিবী যেমন অন্যায় ও অশান্তিতে পরিপূর্ণ ছিল (আবু দাউদ)। কোন দুইজন ব্যক্তির মধ্যেও কোন শত্রুতা থাকবে না (মোসলেম)। শান্তির উদাহরণ হিসাবে ইঞ্জিলে বলা হোয়েছে নেকড়ে ও ভেড়া একত্রে বিচরণ কোরবে (Isaiah 11:6). এতে এই শান্তিময় বিশ্বব্যবস্থাকে বলা হোয়েছে The Kingdom of Heaven. আর সনাতন ধর্মমতে এটাই হোচ্ছে সত্যযুগের পুনরাবর্ত্তন (বিষ্ণু পুরাণ)।

আবারও প্রশ্ন: সেই সময় কতদূর?

সেই সময় আমাদের একেবারে দোরগোড়ায় এসে গেছে। শীঘ্রই পরিবর্তন ঘোটতে যাচ্ছে এই শ্বাসরুদ্ধকর অস্থিতিশীল বিশ্বব্যবস্থার। অন্ধকারের পর্দা ভেদ কোরে উঁকি দিচ্ছে এক নতুন সভ্যতা। সেই বিশ্বব্যবস্থার রূপরেখা ইতিমধ্যেই মহান আল্লাহ হেযবুত তওহীদকে দান কোরেছেন যা বাস্তবায়িত হোলে বিশ্বে থাকবে না কোন মারামারি, ধর্ম-বর্ণের পার্থক্য, জাতিগত বিদ্বেষ! থাকবে না অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত, এক কথায় অশান্তি। সাদা-কালো, তামাটে সমস্ত বনি আদম হবে একটি জাতি, এক পরিবার। একটি মানুষ ইচ্ছা কোরলে পৃথিবীর যে কোন স্থানে ভ্রমণ কোরতে পারবে, কেউ তাকে বাধা দিবে না। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কোন খাবার আল্লাহ যা বৈধ কোরেছেন তাই সে খেতে পারবে। বাকস্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতার অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হবে পৃথিবীতে। আসমান তার সমস্ত রহমত ও নেয়ামতের দুয়ার খুলে দিবে, জমিন তার সকল বরকত উজাড় কোরে দেবে। এই রহমত ও বরকতময় জীবন-ব্যবস্থাটাই আবার হেযবুত তওহীদের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে এটা আল্লাহ গত ২৪ মহররম ১৪২৯ হেজরী মোতাবেক ২ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ ঈসায়ী আল্লাহ একটি মো'জেজা সংঘটন কোরে জানিয়ে দিয়েছেন। এই মো'জেজার মাধ্যমে আল্লাহ হেযবুত তওহীদের এমামকে তাঁর মনোনীত ব্যক্তি হিসাবে সত্যায়ন কোরেছেন। আমরা এই মো'জেজার ঘটনা "আল্লাহর মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা" নামক বইটিতে বিস্তারিত উল্লেখ কোরেছি। সুতরাং হেযবুত তওহীদের মাধ্যমেই মানবজাতির সকল অশান্তির মূল কারণ ইহুদী-খ্রীস্টান বস্তুবাদী সভ্যতা (!) অর্থাৎ দাজ্জালকে ধ্বংস কোরে আল্লাহ একটি অনুপম শান্তিময় পৃথিবী মানবজাতিকে উপহার দিবেন।

মানুষের কাজের ফলে যে অন্যায় অশান্তির দাবানলে তারা আজ জ্বলে পুড়ে মরছে সেখান থেকে তাদের উদ্ধার পাবার পথ আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এখন মানুষকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা কি এই সত্যই অশান্তি থেকে বাঁচতে চায়, নাকি অনিবার্য্য বিপর্যয়ের শিকার হোয়ে ধ্বংস হোয়ে যেতে চায়।

মাননীয় এমামুয্যামান

জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী'র সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মাননীয় এমামুয্যামান করটিয়া, টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারে ১৫ শাবান (লায়লাতুল বরাত) ১৩৪৩ হেজরী, মোতাবেক ১৯২৫ সনের ১১ মার্চ ২৭ ফাল্গুন ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, শেষ রাতে নানার বাড়িতে (টাঙ্গাইল শহর) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব কাটে করোটিয়ার নিজ গ্রামে। শিক্ষাজীবন শুরু হয় রোকাইয়া উচ্চ মাদ্রাসায় যার নামকরণ হোয়েছিল করোটিয়ার সা'দাত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা জনাব ওয়াজেদ আলী খান পন্নী'র স্ত্রী অর্থাৎ এমামুয্যামানের দাদীর নামে। দুই বছর মাদ্রাসায় পড়ার পর তিনি ভর্ত্তি হন এইচ. এম. ইনস্টিটিউশনে যার নামকরণ হোয়েছিল এমামুয্যামানের প্রপিতামহ হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী'র নামে। এই স্কুল থেকে তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৪২ সনে মেট্রিকুলেশন (বর্তমানে এস.এস.সি) পাশ করেন। এরপর সা'দাত কলেজে কিছুদিন অতিবাহিত কোরে ভর্ত্তি হন বগুড়ার আজিজুল হক কলেজে। সেখানে প্রথম বর্ষ শেষ কোরে দ্বিতীয় বর্ষে কোলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্ত্তি হন যা বর্ত্তমানে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজ নামে পরিচিত। সেখান থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক সমাপ্ত করেন।

কোলকাতায় তাঁর শিক্ষালাভের সময় পুরো ভারত উপমহাদেশ ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল আর কোলকাতা ছিলো এই বিপ্লবের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। আন্দোলনের এই চরম মুহূর্ত্তে তরুণ এমামুয্যামান ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে পুরোপুরি জড়িয়ে পরেন। সেই সুবাদে তিনি এই সংগ্রামের কিংবদন্তীতুল্য নেতৃবৃন্দের সাহচর্য্য লাভ করেন যাঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহম্মদ আলী জিন্নাহ, অরবিন্দু বোস, শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দি, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী অন্যতম। উপমহাদেশের দু'টি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ দল ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দান কোরেছিল যথা- মাহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং মোহম্মদ আলী জিন্নাহ'র নেতৃত্বে সর্বভারতীয় মুসলীম লীগ। কিন্তু এমামুয্যামান এই দু'টি বড় দলের একটিতেও যুক্ত না হোয়ে যোগ দিলেন আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান আল মাশরেকীর প্রতিষ্ঠিত 'তেহরীক এ খাকসার' নামক অপেক্ষাকৃত

ছোট একটি আন্দোলনে। আন্দোলনটি অপেক্ষাকৃত ছোট হোলেও অনন্য শৃংখলা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে পুরো ভারতবর্ষব্যাপী বিস্তার লাভ কোরেছিলো এবং ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এমামুয্যামান ছাত্র বয়সে উক্ত আন্দোলনে সাধারণ একজন সদস্য হিসেবে যোগদান কোরেও খুব দ্রুত তাঁর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ও পুরাতন নেতাদের ছাড়িয়ে পূর্ববাংলার কমান্ডারের দায়িত্বপদ লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দুঃসাহসী কর্মকাণ্ড ও সহজাত নেতৃত্বের গুণে আন্দোলনের কর্ণধার আল্লামা মাশরেকী'র নজরে আসেন এবং স্বয়ং আল্লামা মাশরেকী তাঁকে সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে বিশেষ কাজের (Special Assignment) জন্য বাছাইকৃত ৯৬ জন 'সালার-এ-খাস হিন্দ' (বিশেষ কমান্ডার, ভারত) এর একজন হিসেবে নির্বাচিত করেন। এটি ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ ত্যাগ এবং দেশবিভাগের ঠিক আগের ঘটনা, তখন এমামুয্যমানের বয়স ছিল মাত্র ২২ বছর। দেশ বিভাগের অল্পদিন পর তিনি বাংলাদেশে (তদানিন্তন পূর্বপাকিস্তান) নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং রাজনীতির সংস্রব থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে নিরিবিলি জীবনযাপন আরম্ভ করেন। বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য কোরে অবসর সময় পার কোরতে থাকেন, যদিও কোন ব্যবসাতেই তিনি সফলতার মুখ দেখেন নি। আর সময় পেলেই বেরিয়ে পড়তেন শিকারে, রায়ফেল হাতে হিংস্র পশুর খোঁজে ছুটে বেড়াতেন দেশের বিভিন্ন এলাকার বনে-জঙ্গলে। এই সময়ের শিকারের লোমহর্ষক সব অভিজ্ঞতা নিয়ে পরে তিনি 'বাঘ-বন-বন্দুক' নামক একটি বই লেখেন যা পাঠকমহলে ব্যাপক সমাদৃত হয় এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সমালোচকদের দ্বারাও প্রশংসিত হয়।

১৯৪৭ সনে পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের পর পাকিস্তান সরকার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রাজনৈতিকভাবে প্রয়োগ কোরে জনগণকে এর সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা কোরতে লাগলো। ইউরোপে উদ্ভুত এবং বিকশিত এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ব্রিটিশ শাসকরা জোর কোরে প্রাচ্যদেশীয় উপনিবেশগুলিতে প্রয়োগ করার চেষ্টা চালিয়েছিল, যদিও এটি এদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মনোবৃত্তি ও ধ্যান-ধারণার সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এটি উপলব্ধি কোরতে ব্যর্থ হোয়ে পাকিস্তান সরকারও একই নিষ্ফল প্রচেষ্টা চালিয়ে গেল। ফলে স্বভাবতই নিত্য নতুন সমস্যার উদ্ভব হোতে লাগলো এবং এই নৈরাজ্যময় পরিস্থিতিতে একের পর এক সামরিক অভ্যুত্থান আর সশস্ত্র উপায়ে ক্ষমতার হাতবদল ঘোটে চোলল। এমামুয্যামান এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হন নি। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝিতে

এসে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং টাঙ্গাইল হোমিও মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫৭ সনে হোমিওপ্যাথিতে ডিগ্রী অর্জন শেষে নিজ গ্রামে চিকিৎসা শুরু করেন।

এমামুয্যামানের চাচাতো ভাই জনাব খুররম খান পন্নী ছিলেন টাঙ্গাইল-বাসাইল নির্বাচনী আসনের প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) যিনি ১৯৬৩ সনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হোলে উক্ত আসনটি শূন্য হোয়ে যায় এবং শূন্যতা পূরণের জন্য উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় এমামুয্যামান এই উপনির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ান এবং আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগের প্রার্থীগণসহ বিপক্ষীয় মোট ছয়জন প্রার্থীকে বিপুল ব্যবধানে পরাজিত কোরে এম.পি. নির্বাচিত হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীই এত কম ভোট পান যে সকলেরই জামানত বাজেয়াপ্ত হোয়ে যায়। প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য থাকা অবস্থায় তিনি 'কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এ্যাসোসিয়েশন' এর সদস্যপদ লাভ করেন। এছাড়াও তিনি আরও যে সংসদীয় উপকমিটিগুলির সদস্য ছিলেন তার মধ্যে স্ট্যান্ডিং কমিটি অন পাবলিক-একাউন্ট, কমিটি অফ রুল এ্যান্ড প্রসিডিউর, কমিটি অন কনডাক্ট অফ মেম্বারস, সিলেক্ট কমিটি অন হুইপিং বিল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পরবর্ত্তী নির্বাচনে তিনি নিজ নির্বাচনী এলাকা (Constituency) পরিবর্ত্তন করা ছাড়াও আরও কয়েকটি বিশেষ কারণে পরাজিত হন এবং নিজেকে রাজনীতি থেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নেন কারণ দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক অঙ্গনের নৈতিকতা বিবর্জিত পরিবেশে তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না। এরপর তিনি পুনরায় চিকিৎসার কাজে মনোনিবেশ করেন। ১৯৬৩ সনে তিনি করোটিয়ায় হায়দার আলী রেড ক্রস ম্যাটার্নিটি এ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করেন যার দ্বারা এখনও উক্ত এলাকার বহু মানুষ উপকৃত হোচ্ছেন। ১৯৬৯ সনে ৪৪ বৎসর বয়সে তিনি এদেশে বসবাসরত বোম্বের কাচ্ এলাকার অধিবাসী মেমোন সম্প্রদায়ের মেয়ে মরিয়ম সাত্তারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৯৬ সনে স্ত্রীর এন্তেকালের পর ১৯৯৯ সনে বিক্রমপুর মুন্সিগঞ্জের খাদিজা খাতুনের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন।

ছোটবেলায় যখন তিনি মোসলেম জাতির পূর্ব ইতিহাসগুলি পাঠ করেন তখন থেকেই তাঁর মনে কিছু প্রশ্ন নাড়া দিতে শুরু করে। প্রশ্নগুলি তাঁকে প্রচণ্ড দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দেয়, তিনি এগুলির জবাব জানার জন্য ব্যাকুল হোয়ে ওঠেন। তাঁর শৈশবকালে প্রায় সমগ্র মোসলেম বিশ্ব ইউরোপীয় জাতিগুলির দ্বারা সামরিকভাবে পরাজিত হোয়ে তাদের অধীনতা মেনে নিয়ে জীবনযাপন

কোরছিল। মোসলেম জাতির অতীতের সাথে বর্ত্তমান অবস্থার এই বিরাট পার্থক্য দেখে তিনি রীতিমত সংশয়ে পড়ে যান যে এরাই কি সেই জাতি যারা সামরিক শক্তিতে, ধনবলে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি অঙ্গনে যারা ছিল সকলের অগ্রণী? কিসের পরশে এই জাতি ১৪০০ বছর পূর্বে একটি মহান উম্মাহয় পরিণত হোয়েছিল, আর কিসের অভাবে আজকে তাদের এই চরম দুর্দশা, তারা সকল জাতির দ্বারা পরাজিত, শোষিত, দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, দুনিয়ার সবচেয়ে হত-দরিদ্র ও অশিক্ষা-কুশিক্ষায় জর্জরিত, সব জাতির দ্বারা লাঞ্ছিত এবং অপমানিত?

মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি ধীরে ধীরে অনুধাবন কোরলেন কি সেই শুভঙ্করের ফাঁকি। ষাটের দশকে এসে তাঁর কাছে এই বিষয়টি দিনের আলোর মত পরিষ্কার হোয়ে ধরা দিল। তিনি বুঝতে পারলেন কোন পরশপাথরের ছোঁয়ায় অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত আরবরা যারা পুরুষানুক্রমে নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে মগ্ন ছিলো, যারা ছিল বিশ্বের সম্ভবত সবচেয়ে অবহেলিত জাতি, তারাই মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এমন একটি ঐক্যবদ্ধ, সুশৃংখল, দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিতে রূপান্তরিত হোল যে তারা তখনকার দুনিয়ার দু'টি মহাশক্তিকে (Super power) সামরিক সংঘর্ষে পরাজিত কোরে ফেলল, তাও আলাদা আলাদা ভাবে নয় - একই সঙ্গে দু'টিকে, এবং অর্দ্ধ পৃথিবীতে একটি নতুন সভ্যতা অর্থাৎ দীন (যাকে বর্ত্তমানে বিকৃত আকীদায় ধর্ম বলা হয়) প্রতিষ্ঠিত কোরেছিল। সেই পরশপাথর হোচ্ছে প্রকৃত এসলাম যা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ রসুল সমগ্র মানব জাতির জন্য নিয়ে এসেছিলেন। এমামুয্যামান আরও বুঝতে সক্ষম হোলেন আল্লাহর রসুলের ওফাতের এক শতাব্দি পর থেকে এই দীন বিকৃত হোতে হোতে ১৩'শ বছর পর এই বিকৃতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ঐ সত্যিকার এসলামের সাথে বর্ত্তমানে এসলাম হিসাবে যে ধর্মটি সর্বত্র পালিত হোচ্ছে তার কোনই মিল নেই, ঐ জাতিটির সাথেও এই জাতির কোন মিল নেই। শুধু তাই নয়, বর্ত্তমানে প্রচলিত এসলাম সীমাহীন বিকৃতির ফলে এখন রসুলাল্লাহর আনীত এসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি বিষয়ে পরিণত হোয়েছে। যা কিছু মিল আছে তার সবই বাহ্যিক, ধর্মীয় কিছু আচার অনুষ্ঠানের মিল, ভেতরে, আত্মায়, চরিত্রে এই দু'টি এসলামের মধ্যে কোনই মিল নেই, এমনকি দীনের ভিত্তি অর্থাৎ তওহীদ বা কলেমার অর্থ পর্যন্ত পাল্টে গেছে, কলেমা থেকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বই হারিয়ে গেছে, দীনের আকীদা অর্থাৎ এই দীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণাও বোদলে গেছে।

এই জাতির পতনের কারণ যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হোয়ে গেল, তখন তিনি ‘এ ইসলাম ইসলামই নয়’ নামে একটি বই লিখতে আরম্ভ করেন যা ১৯৯৬ সনে প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশের পরপর স্বভাবতই বর্ত্তমানের বিকৃত এসলামের ধারক বাহক মোল্লা শ্রেণী তাঁর বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগে এবং তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা কোরে অপপ্রচার শুরু করে যে তিনি খ্রীস্টান হোয়ে গেছেন, পথভ্রষ্ঠ হোয়ে গেছেন। তারা মসজিদে মসজিদে খোতবা দিয়ে, ওয়াজ কোরে এমামুয্যামানের নামে বিদ্বেষ ছড়িয়ে সাধারণ মানুষকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগল। তারা এমন সব মিথ্যা কথা তাঁর নামে প্রচার কোরল যেগুলি কেবল ভিত্তিহীনই নয় নিতান্ত হাস্যকর ও অপ্রাসঙ্গিক, যেমন তিনি ইহুদী খ্রীস্টানদের কাছ থেকে টাকা পান, তিনি ও তার অনুসারীরা পুবদিকে ফিরে সালাহ কায়েম (নামায) করেন, মৃতদেহকে কালো কাফন পরান ও বসিয়ে দাফন করেন ইত্যাদি, এমন কি এর চাইতেও জঘন্য মিথ্যাচার তারা চালাতে থাকে। পাশাপাশি তারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ধরনা দিয়ে, প্রভাব খাটিয়ে বইটি বাজেয়াপ্ত কোরতে চাপ প্রয়োগ করে। আশ্চর্য্যজনক হোলেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোল্লাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে এবং কোন রকম আত্মপক্ষ সমর্থন বা ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ না দিয়ে, এমনকি বইয়ের লেখক মাননীয় এমামুয্যামানকে পর্যন্ত না জানিয়ে বইটির প্রচার নিষিদ্ধ করে। ১৯৯৫ সনে এমামুয্যামান হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সূচনা করেন এবং মানুষকে প্রকৃত এসলামে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানাতে থাকেন।

এদেশের অনেকগুলি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যম ঘোর এসলাম-বিরোধী। তাদের এই এসলাম-বিরোধী মনোভাবের প্রধান কারণ দীর্ঘ সময় ধোরে ইউরোপীয় খ্রীস্টানদের গোলামী করা, যার ফলশ্রুতিতে সকল বিষয়ে শাসকদের অন্ধ-অনুকরণ করা তাদের চরিত্রে পরিণত হোয়েছে। বাহ্যিক স্বাধীনতা লাভ কোরলেও তারা এখনও পশ্চিমা শাসকদের প্রভাব বলয় এবং মানসিক দাসত্ব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত কোরতে পারেন নি, তাদের মন-মগজ, ধ্যান-ধারণা এখনও খ্রীস্টান শাসকদের প্রতি অপরিসীম হীনমন্যতায় আচ্ছন্ন। তাদের প্রভুরা যেহেতু এসলামের ঘোর বিরোধী, তাই এই মিডিয়াও এসলামের বিরোধী। তাই মোল্লাদের পাশাপাশি তারাও তাদের পত্র পত্রিকায় ও রেডিও টিভি ইন্টারনেটে গত ১৭ বছর ধোরে এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন অপপ্রচার চালিয়ে গেছে এবং যে উদ্দেশ্যে তাদের এই অপপ্রচার তাতে তারা পুরোপুরি সফলও হোয়েছে। হেযবুত তওহীদকে তারা মানুষের কাছে একটি জঙ্গী, সন্ত্রাসী, চরমপন্থী দল হিসাবে

চিত্রিত কোরতে সমর্থ হোয়েছে। অবশ্য অতি সম্প্রতি অনেকেই তাদের ভুল ধারণা থেকে মুক্ত হোয়ে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার থেকে বিরত হোয়েছেন। যাই হোক, মোল্লা ও মিডিয়ার এই এক তরফা অপপ্রচারের জবাব দেওয়া হেযবুত তওহীদের মত দরিদ্র আন্দোলনের পক্ষে সম্ভব হয় নি, ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষ হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে বিরোধীদের প্রচারিত মিথ্যাগুলিকেই সত্য বোলে বিশ্বাস কোরে থাকে। অথচ গত ১৮ বছরে এমামুয্যামানের কোন অনুসারীর দ্বারা একটি মাত্র আইনভঙ্গ বা একটি মাত্র অপরাধমূলক কাজে জড়িত হওয়ার কোন দৃষ্টান্ত নেই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তারা হেযবুত তওহীদের ব্যাপারে এডলফ হিটলারের গণসংযোগ মন্ত্রী ড: গোয়েবলস এর নীতি অবলম্বন কোরেছেন, যিনি বোলতেন, "একটি মিথ্যাকে যদি বহুবার এবং উপর্যুপরিভাবে প্রচার করা হয় তাহোলে লোকে সেই মিথ্যাকেই একসময় সত্য হিসাবে গ্রহণ কোরে নেবে।" ধর্ম ব্যবসায়ী মোল্লা ও মিডিয়ার এই অবিশ্রান্ত অপপ্রচার দ্বারা এভাবেই হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে অনেক মিথ্যা কথা এখন সত্য হিসাবে গৃহীত হোয়ে গেছে। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীও এগুলি দ্বারা এতটাই প্রভাবিত যে তারা গত সতের বছরে এমামুয্যামানের অনুসারীদেরকে ৪১০ বার জেল হাজতে পাঠিয়েছেন, তারপরে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত কোরেছেন কিন্তু একবারও তারা এ আন্দোলনের একজনকেও আদালতে দোষী প্রমাণিত কোরতে পারেন নি। চলমান কয়েকটি ঘটনা ছাড়া প্রতিটিতেই তারা অব্যহতি লাভ কোরেছেন। বাকীগুলিতেও এনশা'আল্লাহ তারা অতি শিঘ্রীই অব্যহতি পেয়ে যাবেন।

১৯৯৮ সনে মাননীয় এমামুয্যামানের আরেকটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই "দাজ্জাল? ইহুদি খ্রীস্টান 'সভ্যতা'!" প্রকাশিত হয়। এ বইতে তিনি রসুলাল্লাহর হাদীস ও বাইবেলের আলোকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেন যে, বর্ত্তমান দুনিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি ইহুদী খ্রীস্টান যান্ত্রিক, বস্তুবাদী 'সভ্যতা'ই বিশ্বনবী বর্ণিত একচক্ষু দানব দাজ্জাল। বইটি ২০০৮ সনে বাংলাদেশে এটি ছিল সর্বাধিক বিক্রয়কৃত বই (Bestseller) । তাঁর রচিত অন্যান্য বইগুলি হোচ্ছে:

১. এসলামের প্রকৃত রূপরেখা,

২. এসলামের প্রকৃত সালাহ,

৩. জেহাদ, কেতাল, সন্ত্রাস,

৪. হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

বিশেষ অর্জন (Achievements)

১. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন: তিনি তেহরিক এ খাকসারের পূর্ববাংলা কমান্ডার ছিলেন এবং বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য 'সালার এ খাস হিন্দ' পদবিযুক্ত বিশেষ কমান্ডার নির্বাচিত হন।

২. চিকিৎসা: বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান, তৎকালীন ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল এসলামসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি তাঁর রোগীদের অন্তর্ভুক্ত।

৩. সাহিত্যকর্ম: বেশ কিছু আলোড়ন সৃষ্টিকারী বইয়ের রচয়িতা যার একটি ২০০৮ এর সর্বাধিক বিক্রয়কৃত বই। তাঁর বাঘ-বন-বন্দুক বইটি পাকিস্তান লেখক সংঘের (পূর্বাঞ্চল শাখা) সম্পাদক শহীদ মুনির চৌধুরীর সুপারিশে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে দ্রুতপাঠ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়াও তিনি পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসা, ধর্ম ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখেছেন।

৪. শিকার: বহু হিংস্র প্রাণী শিকার কোরেছেন যার মধ্যে চিতাবাঘ, বন্য শুকর, অজগর সাপ, কুমির প্রভৃতি রোয়েছে।

৫. রায়ফেল শুটিং: ১৯৫৪ সনে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান দলের অন্যতম রায়ফেল শুটার হিসাবে নির্বাচিত হন।

৬. রাজনীতি: পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) নির্বাচিত হন (১৯৬৩-৬৫) । প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য থাকা অবস্থায় তিনি 'কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এ্যাসোসিয়েশন' এর সদস্যপদ লাভ করেন।

৭. সমাজসেবা: হায়দার আলী রেডক্রস ম্যাটার্নিটি এ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল ও সাদাত ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা।

৮. শিল্প সংস্কৃতি: নজরুল একাডেমির আজীবন সদস্য।

পুস্তিকাটি মূলতঃ হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের প্রচারিত পাঁচটি হ্যান্ডবিলের সঙ্কলন যা সুধীজনের পরামর্শে একত্রে প্রকাশ করা হোল। বিগত সময়ে এই হ্যান্ডবিলগুলি পৃথকভাবে ব্যাপক আকারে প্রচার করা হোয়েছিল।

প্রথম হ্যান্ডবিলটি অর্থাৎ **'প্রকৃত এসলামের ডাক'** আমরা সর্বস্তরের জনগণের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা কোরেছি। এটির পক্ষে মহামান্য হাইকোর্টেরও নির্দেশনা রোয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ **"দাজ্জাল প্রতিরোধকারীর মৃত্যু নেই"** শীর্ষক হ্যান্ডবিলটি একটি অলৌকিক ঘটনার বিবরণ, যে অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী যাকে দাজ্জাল বোলে চিহ্নিত কোরেছেন সেটাই যে রসুলাল্লাহ বর্ণিত ভয়ঙ্কর দানব দাজ্জাল তা সত্যায়ন কোরেছেন।

'আল্লাহর মোজেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা' শীর্ষক হ্যান্ডবিলটিতে সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহ-ঘোষিত একটি মহা-সুসংবাদ তুলে ধরা হোয়েছে। এই সু-সংবাদ আল্লাহ একটি বিরাট মো'জেজা সংঘটন কোরে এ যামানার এমামের মাধ্যমে মানবজাতিকে জানিয়েছেন।

"বিশ্ববাসীকে নতুন সভ্যতার সুসংবাদ!" শিরোনামের হ্যান্ডবিলে ঘোষিত হোয়েছে একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থার আগমনবার্তা যে বিশ্বে থাকবে না কোন মারামারি, ধর্ম-বর্ণের পার্থক্য, জাতিগত বিদ্বেষ! থাকবে না অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত, এক কথায় অশান্তি। একটি মানুষ ইচ্ছা কোরলে পৃথিবীর যে কোন স্থানে ভ্রমণ কোরতে পারবে, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কোন খাবার আল্লাহ যা বৈধ কোরেছেন তাই সে খেতে পারবে। বাক স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতার অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হবে পৃথিবীতে।

"চলমান সঙ্কট ও আসন্ন ধ্বংস থেকে মানবজাতির বাঁচার একমাত্র পথ" মানবজাতি আজ তার জীবনকালের সবচেয়ে বড় সঙ্কটে পতিত হোয়েছে। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু কোরে সামষ্টিক জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে মানুষ আজ চুড়ান্ত অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও নিষ্পেষণের শিকার। শান্তির আশায় বিভিন্ন রকম তন্ত্র-মন্ত্র, বিধান, ব্যবস্থা তৈরী কোরে একটা একটা কোরে প্রয়োগ কোরে দেখা হোয়েছে। তবু একটি সমস্যারও সমাধান হোচ্ছে না। **এর শেষ কোথায়?** এই প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ দয়া কোরে হেযবুত তওহীদকে দান কোরেছেন এবং মানবজাতির উদ্ধারকর্তা হিসাবে তিনি হেযবুত তওহীদকে মনোনীত কোরেছেন।

-প্রকাশক

যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী রচিত গ্রন্থাবলী এবং আমাদের কয়েকটি প্রকাশনা

- ⇨ এসলামের প্রকৃত রূপরেখা
- ⇨ এসলামের প্রকৃত সালাহ্
- ⇨ দাজ্জাল? ইহুদী-খ্রীস্টান 'সভ্যতা'!
- ⇨ আলাহর মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা
- ⇨ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে প্রেরিত যামানার এমামের পত্রাবলী
- ⇨ Dajjal? The Judeo-Christian 'Civilization'! (অনুবাদ)
- ⇨ হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- ⇨ জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস
- ⇨ বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দ:) এর ভাষণ
- ⇨ এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব (পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সঙ্কলন)
- ⇨ আসুন-সিস্টেমটাকে পাল্টাই
- ⇨ বাঘ-বন-বন্দুক (শিকারের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ)

আমাদের প্রকাশিত ডকুমেন্টারি ফিল্ম

- ⇨ দাজ্জাল? ইহুদী-খ্রীস্টান 'সভ্যতা'!
- ⇨ দাজ্জাল প্রতিরোধকারীদের সম্মান ও পুরস্কার

যামানার এমামের *(The Leader of the Time)* এ ডাকে যাদের হৃদয়তন্ত্রীতে আলাহর তওহীদের ঝংকার উঠবে, হেদায়াতের জন্য প্রাণ আকুল হবে তাদের যোগাযোগের জন্য-

তওহীদ প্রকাশন

পুস্তক ভবন, ৩১/৩২ পি.কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ফোন: ০১৬৭০-১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০-১৭৪৬৫১, ০১৭১১-০০৫০২৫

www.hezbuttawheed.com

মূল্য: ১০ টাকা মাত্র

৩০-০৭-২০১৩ ঈসায়ী

প্রচারে:- হেযবুত তওহীদ